জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

শিক্ষক নির্দেশিকা

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

প্রথম শ্রেণি

লেখক ও সম্পাদক

মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন আহমেদ
মেহেরুননেছা

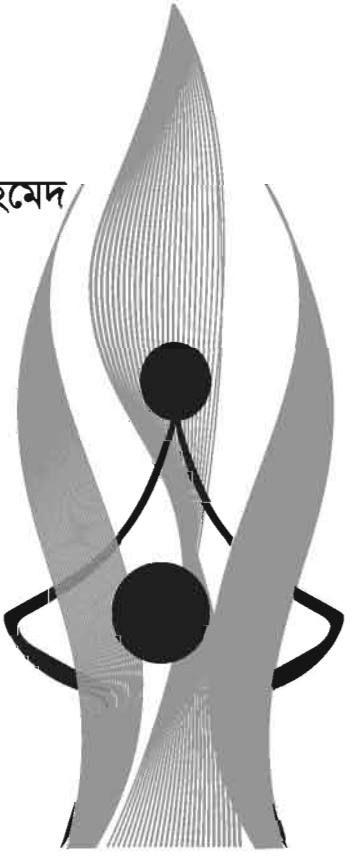

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

চিত্রাঙ্কন

মোঃ আরিফুল ইসলাম

সমন্বয়কারী

মোঃ আনিছুর রহমান

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয় । শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয় । পরবর্তিতে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয় । প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেগুলোর জন্য 'শিক্ষক সংস্করণ', যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সেগুলোর জন্য 'শিক্ষক নির্দেশিকা' এবং 'শিক্ষক সহায়িকা' প্রণয়ন করা হয়।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে **ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা** বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য রয়েছে **ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা** শীর্ষক শিক্ষক নির্দেশিকা। শিক্ষক নির্দেশিকায় পাঠের বিষয়বস্তু, প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু, পাঠসংশ্লিষ্ট শিখনফল, শিক্ষা উপকরণ, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক মূল্যায়নের নির্দেশনা, সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন এবং পরিকল্পিত কাজ সংযোজিত হয়েছে। শিক্ষক নির্দেশিকার শুরুতে রয়েছে শিক্ষকের জন্য সাধারণ নির্দেশনা। এই নির্দেশনা অনুসরণ করে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। শিক্ষার্থীদের বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা, নৈতিক গুণাবলি অর্জন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের বিকাশের বিষয়গুলি শিক্ষক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিখন পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক নির্দেশিকায় বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন– এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, শিক্ষক নির্দেশিকাটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিখন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষক নির্দেশিকাটি শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট সম্পন্ন করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক নির্দেশিকাটি প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা

শিক্ষার্থীদের ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয় সংশ্লিষ্ট যোগ্যতাভিত্তিক শিখনফল অর্জন করানোর উদ্দেশ্যে শিক্ষককে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। পাঠদান কার্যক্রমের মাধ্যমে যোগ্যতাভিত্তিক শিখনফল অর্জনের লক্ষে শিক্ষককে সহায়তাদানের জন্যই শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণীত হয়েছে।

১. শিক্ষক প্রতিটি পাঠের প্রস্তুতি গ্রহণকালে সংশ্লিষ্ট পাঠটি কয়েকবার গভীর মনোযোগসহ পড়বেন।
২. শিক্ষক নির্দেশিকায় পাঠসংশ্লিষ্ট নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন।
৩. শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে সালাম ও কুশল বিনিময় করবেন। প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে দু'জন করে শিক্ষার্থীর খোঁজখবর নিবেন।
৪. পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে সরবে বলতে ও লিখতে বলবেন।
৫. শ্রেণিকক্ষে বন্ধুত্বপূর্ণ, আনন্দদায়ক, নান্দনিক ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলবেন।
৬. শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনায় শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করবেন ও সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
৭. পঠন-পাঠন আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষক নির্দেশনা অনুযায়ী উপকরণ ব্যবহার করবেন। এসব উপকরণ ছুটি বা অবসর সময়ে তৈরি ও সংগ্রহ করে স্কুলে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।
৮. পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি/চার্ট যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে ছবিটি দেখতে বলবেন।
৯. উপকরণ ব্যবহারে সতর্কতার সাথে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই সম্পৃক্ত করবেন।
১০. ছোট ছোট ও সহজ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে নিজের কথায় বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের শেখাবেন।
১১. পাঠের মূল বিষয় বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে সরবে বলতে ও লিখতে বলবেন।
১২. শিক্ষক কেন্দ্রিক বক্তৃতাদান পদ্ধতি যথাসম্ভব পরিহার করার চেষ্টা করবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু প্রদর্শন ও পর্যাপ্ত অনুশীলনের ব্যবস্থা করবেন।
১৩. প্রতিটি পাঠ উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থী কর্তৃক পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার নিশ্চিত করবেন।
১৪. মূল্যায়নে শিক্ষক নির্দেশিকার অনুশীলনী প্রশ্নাবলীর বাইরেও শিখনফলকেন্দ্রিক প্রশ্ন করবেন।
১৫. ভুল উত্তর দেয়ার কারণে শিক্ষার্থীদেরকে কখনও তিরস্কার করবেন না বা শাস্তি দেবেন না।
১৬. সঠিক উত্তর দেয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের "ধন্যবাদ" জানিয়ে প্রশংসা করা আবশ্যক।
১৭. বিষয়বস্তু ভিত্তিক সমগ্রপাঠ শেষ করার পর কমপক্ষে ৭টি পাঠ পুনরালোচনার জন্য রাখবেন।
১৮. শিখন-শেখানো কার্যাবলির সকল পর্যায়ে মৌখিক, লিখিত, পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবেন ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা দিবেন।
১৯. শিক্ষার্থীদেরকে দেয়া পরিকল্পিত কাজ শিক্ষক পর্যবেক্ষন করবেন এবং সংগ্রহ করে মূল্যায়ন করবেন।
২০. বিদ্যালয়ের নিকট পরিবেশ সংশ্লিষ্ট পাঠগুলোর শিখন-শেখানো কার্যাবলি যথাসম্ভব শ্রেণিকক্ষের বাইরে পরিচালনা করবেন।
২১. শিখন-শেখানো কার্যাবলি বাস্তবায়ন করার জন্য মাঝে মাঝে অভিভাবকদের সাথে আলাপ আলোচনা করবেন।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	ইমান ও আকাইদ	১-১৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	ইবাদত	১৬-৩৯
তৃতীয় অধ্যায়	আখলাক	৪০-৫০
চতুর্থ অধ্যায়	কুরআন মজিদ সহীহ্ করে তিলাওয়াত	৫১-৬২
পঞ্চম অধ্যায়	রাসুলগণের জীবনাদর্শ	৬৩-৭০

প্রথম অধ্যায়

ইমান ও আকাইদ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা:

১.১ আল্লাহর পরিচয় জানা ও আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয় তা বলতে পারা।

১.২ রাসুল (স)- এর পরিচয় জানা।

১.৩ দীনের নাম জানা।

শিখন ফল:

১.১ আল্লাহ তায়ালার সহজ পরিচয় এবং আল্লাহ যে এক ও অদ্বিতীয় তা বলতে পারবে

১.২ মহানবি (স)- এর নাম, তাঁর পিতা ও মাতার নাম বলতে পারবে।

১.৩ দীনের নাম বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন: এ অধ্যায়কে ৪টি পাঠে বিভাজন করা হয়েছে।

পাঠ–১

আল্লাহ তায়ালার পরিচয়

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

ক) আল্লাহ তায়ালার সহজ পরিচয় বলতে পারবে:

খ) আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন তা তারা বলতে পারবে।

গ) গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি এবং তার পরিবেশের বিভিন্ন প্রাণী, উদ্ভিদ আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন তা তারা বলতে পারবে।

ঘ) বিভিন্ন ধরনের ফল ও ফুল আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন তা তারা বলতে পারবে

উপকরণ: বাড়ি ও বাড়ির আঙিনার ছবি, সূর্যের ছবি, চাঁদ ও তারাসংবলিত আকাশের ছবি, বিভিন্ন ধরনের ফুল, ফলসহ গাছের ছবি, চক ও চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, ফোমে (কর্কশিট) লেখা মডেল।

বিষয়বস্তু :

আমরা যে ঘরে বসবাস করি তা বানিয়েছেন মিস্ত্রি। আমরা যে বিল্ডিং-এ থাকি তা বানিয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার। আর আমরা মানুষ। আমাদের সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তায়ালা। আমাদের চারপাশে গাছপালা, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি এবং পুকুর ও নদী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। পুকুর এবং নদীতে আমরা যে মাছ দেখতে পাই তাও সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ ।

আম, কাঁঠাল, লিচু, পেঁপে, কলা এ সবই সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। যেসব ফল আমরা খাই এ ফল গাছে হয়। এই গাছ ও ফল আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। এসবই আল্লাহ তায়ালার দান। আবার শাপলা, গোলাপ, গাঁদা, জবা ইত্যাদি ফুল দেখে আমরা খুবই আনন্দ পাই। অনেক ফুল থেকে আমরা সুগন্ধ পাই, যা আমাদের ভালো লাগে। ফুল দিয়ে আমরা ঘর সাজাই, মালা গাঁথি। এসব ফুল ও ফল মহান আল্লাহ আমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। প্রতিদিন সকালে আকাশের পূর্ব দিকে যে সূর্য ওঠে, রাতে আকাশে যে চাঁদ ও তারা দেখা যায়, তাও সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তায়ালা। তিনি মহান ও অতি দয়ালু। তিনি সকলের পালনকর্তা।

ঝড়ি ও বাড়ির আঙিনার ছবি

চাঁদ ও তারাসম্বলিত আকাশের ছবি

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

i. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের আসসালামু আলাইকুম বলে সালাম দিন এবং শিক্ষার্থীদের ওয়া আলাইকুমুস সালাম বলে সালামের জবাব দিতে সহায়তা করুন। 'তোমরা কেমন আছ' বলে কুশল বিনিময় করুন।

ii. পাঠসংশ্লিষ্ট ছবির চার্ট ঝুলিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের ছবিটি দেখতে বলুন এবং নিচের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করুন–

ক. ঘর কে বানিয়েছেন?

খ. দালান কে বানিয়েছেন?

গ. গাছপালা, আকাশ কে সৃষ্টি করেছেন?

এসব যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি আল্লাহ তায়ালা তা বলুন ও আজকে আমরা আল্লাহ তায়ালার সহজ পরিচয় জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন ও চকবোর্ডে "আল্লাহ তায়ালার পরিচয়" লিখুন এবং তাদের বলতে বলুন।

সূর্য উদয়

iii. খুব সহজ করে নিজের ভাষায় আজকের বিষয়বস্তু ছবির সাহায্যে উপস্থাপন করুন। আল্লাহ তায়ালার পরিচয় তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে। সম্ভব হলে শ্রেণিকক্ষের বাইরে এনে প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি যেমন–গাছ, ফুল, ফল, সূর্য ইত্যাদি দেখিয়ে তাদের পরিচিত হতে সহায়তা করুন।

iv. অতঃপর নিম্নের ছোট ছোট ও সহজ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের বিষয়বস্তু

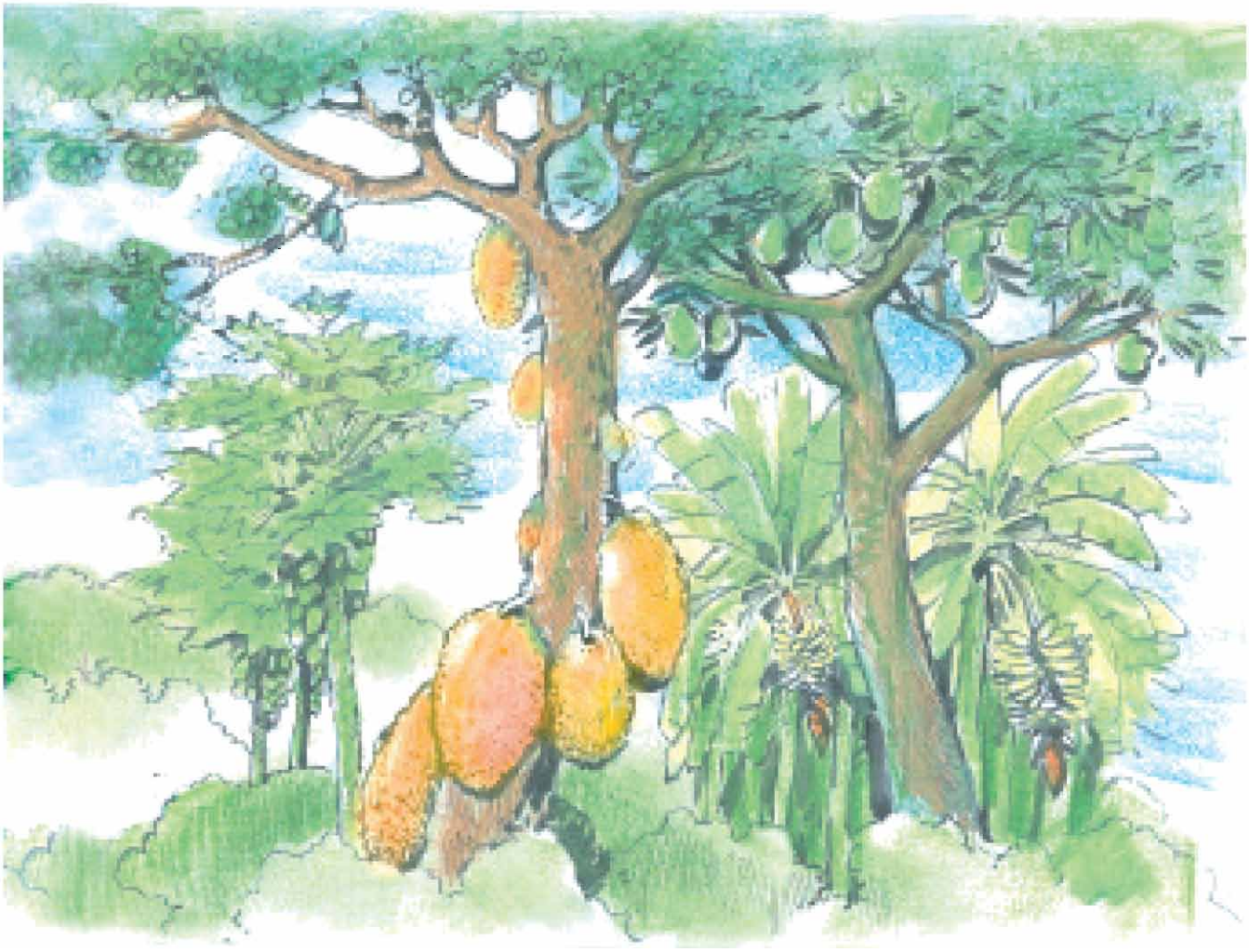

আম, কাঠাল, কলা, পেঁপে ফলসহ গাছের ছবি

শিক্ষার্থীদের শেখাবেন–

ক. গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি কে সৃষ্টি করেছেন?

খ. তোমরা আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল খেয়েছ কি? এগুলো কার দান?

গ. আকাশে সূর্য ওঠে, রাতে আকাশে চাঁদ ও তারা দেখা যায়, তা সৃষ্টি করেছেন কে?

ঘ. আমরা মানুষ, আমাদের সৃষ্টি করেছেন কে?

পরিকল্পিত কাজ: আল্লাহ শব্দটি সরবে পড়বে এবং তিনবার লিখবে।

মূল্যায়ন: যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন, শিক্ষার্থীরা তা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

১. নিচের প্রশ্নগুলো ৪টি উত্তরসহ বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি জিজ্ঞেস করুন।

ক. আমাদের সৃষ্টি করেছেন কে?

১. আল্লাহ ৩. ফেরেশতা

২. রাসুল (স) ৪. জিন

খ. গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি সৃষ্টির মধ্যে আমরা কার পরিচয় পাই?

১. রাজার ৩. মানুষের

২.আল্লাহর ৪. ফেরেশতার

২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

ক. গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি কে সৃষ্টি করেছেন?

খ. আকাশ, সূর্য, চাঁদ ও তারা সৃষ্টি করেছেন কে?

গ. মানুষ সৃষ্টি করেছেন কে?

ঘ. কে মহান ও অতি দয়ালু?

৩. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন–

ক. আমরা মানুষ, আমাদের সৃষ্টি করেছেন —।

খ. ফুল দিয়ে আমরা —সাজাই —গাঁথি।

গ. ফুল ও ফল —আমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

ঘ. সূর্য, চাঁদ ও তারা সৃষ্টি করেছেন ———।

ঙ. আল্লাহ সকলের ———।

পাঠ–২
আল্লাহ তায়ালার পরিচয়

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা:

ক. আল্লাহ যে এক এবং অদ্বিতীয় তা বলতে পারবে।

খ. আল্লাহর হুকুমে সূর্য প্রতিদিন পূর্ব দিকে ওঠে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায় তা বলতে পারবে।

গ. জন্ম ও মৃত্যুর মালিক আল্লাহ তায়ালা তা বলতে পারবে।

ঘ. আল্লাহ তায়ালা এক তাঁর কোনো শরিক নেই তা বলতে পারবে।

ঙ. আল্লাহ তায়ালা অতুলনীয়, তিনি এক ও অদ্বিতীয় তা বলতে পারবে এবং বিশ্বাস করবে।

উপকরণ: আকাশে সূর্য উদয় ও অস্ত যাওয়ার ছবি, রাতে চাঁদ, তারাসহ আকাশের ছবি, চক ও চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, পয়েন্টার ইত্যাদি।

বিষয় বস্তু: আমরা পৃথিবীতে বাস করি। এ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা। এ পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। আকাশ, সূর্য, চাঁদ, তারা সবই তার সৃষ্টি। আল্লাহ তায়ালার হুকুমে সূর্য প্রতিদিন পূর্ব দিকে ওঠে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। পৃথিবীর সব কিছুই আল্লাহর নির্দেশে চলে। আমরা দেখি দিনের পর রাত এবং রাতের পর দিন হয়। ভোরে সূর্য ওঠে, সন্ধ্যায় অস্ত যায়। রাতে আকাশে চাঁদ ও তারা দেখা যায়। দিনে আলো ও রাতে অন্ধকার থাকে। এ নিয়মের কখনো পরিবর্তন হয় না। এ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়।

সূর্য অস্ত যাওয়ার ছবি

শিখন শেখানো কার্যাবলি

i. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের আসসালামু আলাইকুম বলে সালাম দিন এবং শিক্ষার্থীদের ওয়া আলাইকুমুস সালাম বলে সালামের জবাব দিতে সহায়তা করুন। 'তোমরা কেমন আছ' বলে কুশল বিনিময় করুন।

ii. পাঠসংশ্লিষ্ট ছবির চার্ট ঝুলিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের ছবিটি দেখতে বলুন এবং নিচের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করুন –

ক. সূর্য কে বানিয়েছেন?

খ. রাতের আকাশে কী দেখা যায়?

গ. সূর্য, চাঁদ, তারা কার হুকুমে ওঠে?

ঘ. আকাশ কে সৃষ্টি করেছেন?

iii. বলুন, এসব যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি আল্লাহ তায়ালা। আজকে আমরা আল্লাহ তায়ালার আরও পরিচয় জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন ও চকবোর্ডে "আল্লাহ তায়ালার পরিচয়" লিখুন ও তাদের বলতে বলুন।

iv. খুব সহজ করে নিজের ভাষায় আজকের বিষয়বস্তু ছবির (আকাশে সূর্য উদয় ও অস্ত যাওয়ার ছবি, রাতে চাঁদ, তারাসহ আকাশের ছবি) সাহায্যে উপস্থাপন করুন।

v. নিম্নের ছোট ছোট ও সহজ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের শেখাবেন:

ক. কার হুকুমে সূর্য প্রতিদিন পূর্ব দিকে ওঠে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়?

খ. প্রতিদিন দিন ও রাত করেন কে?

গ. আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন কে?

ঘ. আকাশে সূর্য ওঠে, রাতে আকাশে চাঁদ ও তারা দেখা যায়, এসব সৃষ্টি করেছেন কে?

ঙ. কীভাবে বোঝা যায় আল্লাহ এক এবং তিনি অদ্বিতীয়?

চ. সবকিছু নিয়মমতো চালান কে?

পরিকল্পিত কাজ: চাঁদ ও তারার ছবি দেখে দেখে আঁকবে।

মূল্যায়ন: যে পাঠটি আপনি দিলেন, শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন।

i. নিচের প্রশ্নগুলো ৪টি উত্তরসহ চকবোর্ডে লিখুন। উচ্চ স্বরে কয়েকবার পড়ুন। ৪টি উত্তরের মধ্যে সঠিক উত্তর কোনটি জিজ্ঞেস করুন। শিক্ষার্থীদের পৃথকভাবে উত্তর দিতে বলুন। অপারগ শিক্ষার্থীদের শুনতে ও উত্তর দিতে বলুন।

১. পৃথিবী বানিয়েছেন কে?

ক. আল্লাহ　　খ. ফেরেশতা

গ. রাসুল(স)　　ঘ. জিন

২. প্রতিদিন সূর্য কোন দিকে ওঠে?

ক. পূর্ব দিকে　　খ. পশ্চিম দিকে

গ. উত্তর দিকে　　ঘ. দক্ষিণ দিকে

৩. কার সাথে কোনো তুলনা হয় না

ক. জিনের　　খ. নবি–রাসুলের

গ. পীরের　　ঘ. আল্লাহর

ii. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন

ক. পৃথিবীর সব কিছুই কার নির্দেশে চলে?

খ. দিনে আলো ও রাতে অন্ধকার থাকে কার হুকুমে?

গ. আল্লাহ একজনের অধিক হলে কী হতো?

ঘ. আকাশ, সূর্য, চাঁদ ও তারা সৃষ্টি করেছেন কে?

ঙ. মানুষ সৃষ্টি করেছেন কে?

iii. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

ক. পৃথিবীর সবকিছুই .....সৃষ্টি করেছেন।

খ. আল্লাহ তায়ালার হুকুমে সূর্য প্রতিদিন .....দিকে ওঠে।

গ. পৃথিবীর সব কিছুই ....চলে।

ঘ. সূর্য, চাঁদ ও তারা সৃষ্টি করেছেন ....।

ঙ. আল্লাহ .....এবং ....।

চ. আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কারও ..... হয় না।

পাঠ–৩

আল্লাহর রাসুল (স)-এর পরিচয়

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা –

ক. মহানবি (স)-এর নাম বলতে পারবে।

খ. তাঁর আব্বা এবং আম্মার নাম বলতে পারবে।

গ. রাসুল (স)-এর জন্মস্থান কোথায় তা বলতে পারবে।

ঘ. মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি আমাদের ইমান আনার কথা বলেছেন তা বলতে পারবে।

উপকরণ: মক্কা নগরীর ছবি, চক ও চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, পয়েন্টার ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু : আমরা মানুষ । মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর ইবাদতের জন্য আমাদের সৃষ্টি করেছেন। যুগে যুগে মানুষ আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল। আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে বিপথে চলে গেলে তাদের সৎপথে আনার জন্য আল্লাহ নবি রাসুল পাঠিয়েছেন। আমাদের নবি (স)- এর নাম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আরব দেশের মক্কা নগরীতে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বার নাম আব্দুল্লাহ এবং আম্মার নাম আমিনা। তিনি সব সময় সত্য কথা বলতেন। তাই মানুষ তাঁকে আস্–সাদেক বলে ডাকত।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব নম্র ও ভদ্র ছিলেন। তিনি সকল মানুষকে ভালোবাসতেন এবং দুনিয়ার সকল মানুষকে আল্লাহর পথে আসার জন্য আহ্বান করেন। তিনি সকলকে ইসলামের পথে আসার জন্য দাওয়াত দেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি। তাঁর প্রতি আমরা ইমান এনেছি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

i. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের আসসালামু আলাইকুম বলে সালাম দিন এবং শিক্ষার্থীদের ওয়া আলাইকুমুস সালাম বলে সালামের জবাব দিতে সহায়তা করুন।'তোমরা কেমন আছ' বলে কুশল বিনিময় করুন।

ii. পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি ঝুলিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের ছবিটি দেখতে বলুন এবং প্রশ্নোত্তরে আজকের পাঠ শুরু করুন।

iii. আজকে আমরা আল্লাহর রাসুল (স)- এর পরিচয় জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন ও চকবোর্ডে 'আল্লাহর রাসুল (স)- এর পরিচয়, লিখুন ও তাদের বলতে বলুন। খুব সহজ করে নিজের ভাষায় আজকের বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট ছবির (উট, মরুভূমি, খেজুরগাছ সংবলিত আরব দেশের মক্কা নগরীর ছবি) সাহায্যে উপস্থাপন করুন।

অতঃপর নিম্নের ছোট ছোট ও সহজ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের শেখাবেন–

ক. কার ইবাদত করার জন্য আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন?

খ. যুগে যুগে মানুষ কাকে ভুলে গিয়েছিল?

গ. আল্লাহর রাসুলের নাম কী?

ঘ. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

ঙ. সত্য কথা বলতেন বলে মানুষ রাসুল (স)- কে কী বলে ডাকতেন?

চ. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর আব্বা ও আম্মার নাম কী?

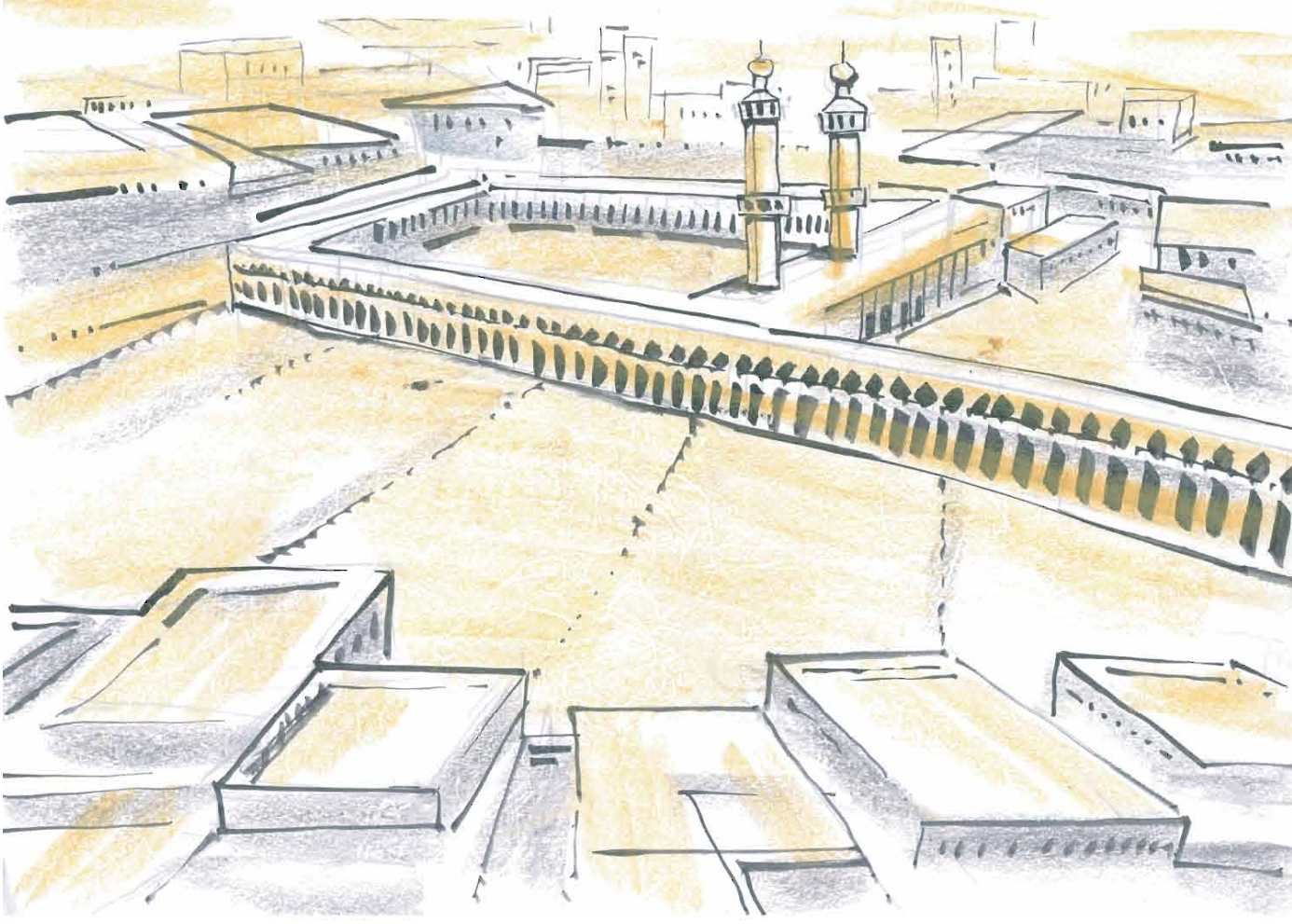

মক্কা নগরীর একাংশের ছবি

পরিকল্পিত কাজ: আমাদের নবির নাম লিখবে ।

মূল্যায়ন: যে বিষয়টি আপনি শিখিয়েছেন, শিক্ষার্থীরা তা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন।

i. নিচের প্রশ্নগুলো ৪টি উত্তরসহ বোর্ডে লিখুন। উচ্চ স্বরে কয়েকবার পড়ুন। ৪টি উত্তরের মধ্যে সঠিক উত্তর কোনটি জিজ্ঞেস করুন। শিক্ষার্থীদের পৃথকভাবে উত্তর দিতে বলুন। অপারগ শিক্ষার্থীদের শুনতে ও উত্তর দিতে বলুন।

১. আমাদের সৃষ্টি করেছেন কে?

ক. আল্লাহ খ. ফেরেশতা

গ. রাসুল (স) ঘ. জিন

২. বিপথগামীদের সৎপথে আনার জন্য রাসুল পাঠিয়েছেন কে?

ক. জিন খ. ফেরেশতা

গ. আল্লাহ ঘ. নবি ।

ii. **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন–**

ক. আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন কেন?

খ. আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে নবি–রাসুল প্রেরণ করেছেন কেন?

গ. আমাদের রাসুল (স)-এর নাম কী?

ঘ. আমাদের রাসুল (স)-এর আব্বা ও আম্মার নাম কী?

ঙ. আমাদের রাসুল (স)-কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

চ. মানুষ কাকে আস্–সাদেক বলে ডাকত?

iii. **নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন–**

ক. .....নগরীতে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে রাসুল (স) জন্মগ্রহণ করেন।

খ. তাঁর আব্বার নাম .....এবং আম্মার নাম .....।

গ. তিনি সব সময় .....কথা বলতেন।

ঘ. .....তাঁকে আস্ সাদেক বলে ডাকত।

৪. **বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশ মিলিয়ে পূর্ণবাক্য গঠন করতে বলুন–**

১. মহান আল্লাহ	আব্দুল্লাহ ।
২. মহানবি (স)-এর আম্মার নাম	৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।
৩. মক্কা নগরীতে রাসুল (স)	আমিনা।
৪. মহানবি (স)-এর আব্বার নাম	মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

পাঠ–৪

দীন

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

ক. আমাদের দীনের নাম বলতে পারবে।

খ. দীন ও ইসলাম-এর অর্থ কী তা বলতে পারবে।

গ. দীন ইসলাম অনুসারীদের কী বলা হয় তা বলতে পারবে।

উপকরণ: দীন ইসলাম বড় করে লেখা পোস্টার পেপার, চক ও চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, পয়েন্টার, নামাজ পড়ার ছবি, মুনাজাত করার ছবি ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু : আমাদের দীনের নাম ইসলাম। দীন অর্থ ধর্ম। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ। আল্লাহর নির্ধারিত পথে জীবনযাপন হলো দীন বা ধর্ম। ইসলাম শান্তির ধর্ম। আল্লাহ তায়ালা দীন ইসলাম পছন্দ করেন। যারা ইসলামের পথ অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন। তিনি তাদের ভালোবাসেন। যারা দীন ইসলামের অনুসারী তাঁরা মুসলমান। তারা আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ মেনে চলেন। তারা আলাহ তায়ালার ইবাদত করেন। দীন ইসলাম অনুসারীরা ঝগড়া-বিবাদ করেন না। তাঁরা পাপ কাজ করেন না। সকলের সাথে শান্তিতে বসবাস করেন। আমাদের সবাইকে ইসলাম ধর্মের অনুসারী হতে হবে। তা হলেই আমরা শান্তিতে থাকতে পারব।

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

i. একটি ছেলে এবং একটি মেয়ের নামায পড়া এবং মুনাজাত করার রঙিন ছবি দেখিয়ে নিচের প্রশ্নগুলো করুন–

ক. ছেলেটি কী করছে?

খ. মেয়েটি কী করছে?

গ. এরকম নামায পড়ে মুনাজাত করে কারা?

ঘ. যাঁরা নামায পড়ে তাঁদের দিনের নাম কী?

নামাজ পড়ার ছবি

মুনাজাতের ছবি

ii. এবার নিম্নের ছোট ছোট ও সহজ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের বিষয়বস্তু

শিক্ষার্থীদের শেখাবেন–

ক. আমাদের দীনের নাম কী?

খ. দীন ইসলাম মেনে চললে পছন্দ করেন কে?

গ. দীন ও ইসলামের অর্থ কী?

ঘ. যাঁরা দীন ইসলাম মেনে চলেন তাঁদের কি বলা হয়?

ঙ. কারা ঝগড়া-বিবাদ করেন না?

চ. মুসলমান কারা?

ছ. আমরা কীভাবে শান্তিতে থাকব?

পরিকল্পিত কাজ: 'আমাদের দীন-এর নাম ইসলাম' শিক্ষার্থীরা তিনবার লিখবে ।

মূল্যায়ন: যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন, শিক্ষার্থীরা তা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো

তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন।

i. নিচের প্রশ্নগুলো ৪টি উত্তরসহ চকবোর্ডে লিখুন এবং সঠিক উত্তর কোনটি জিজ্ঞেস করুন।

১. আমাদের দীনের নাম কী?

ক. মোমেন　　খ. ইমান

গ. মুসলিম　　ঘ. ইসলাম

২. ইসলাম অর্থ কী?

ক. স্নেহ　　খ. ভালোবাসা

গ. মমতা　　ঘ. আত্মসমর্পণ

ii. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

ক. আমাদের দীনের নাম কী?

খ. ইসলামের অর্থ কী?

গ. যাঁরা দীন ইসলাম মেনে চলেন আল্লাহ তাঁদের কেন পছন্দ করেন?

ঘ. যাঁরা দীন ইসলাম মেনে চলেন তাঁদের কি বলা হয়?

iii. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

ক. ইসলাম.....ধর্ম।

খ. আল্লাহর নির্ধারিত পথে জীবনযাপন হলো.....।

গ. দীন ইসলাম অনুসারীদের আল্লাহ ..... করেন।

ঘ. যাঁরা .... মেনে চলেন তাঁরা ..... ।

iv. বাম পাশের কোন কথার সঙ্গে ডান পাশের কোন কথা মেলে বলতে বলুন–

১. আমাদের দীনের নাম	তাঁরা মুসলমান।
২. ইসলাম	আত্মসমর্পণ।
৩. ইসলাম অর্থ	শান্তির ধর্ম।
৪. যাঁরা দীন ইসলাম অনুসারী	ইসলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদত

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা:

২.১ আউযুবিল্লাহ জানা।
২.২ বিসমিল্লাহ জানা।
২.৩ আল্লাহু আকবার বলা।
২.৪ খাওয়ার আগে ও পরে হাত মুখ ধোয়া।
২.৫ প্রতিদিন দাঁত পরিষ্কার করা।
২.৬ মলমূত্র ত্যাগ করার পর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া।
২.৭ কাপড়চোপড় ও বইপত্র গুছিয়ে রাখা।
২.৮ ছবি দেখে বাইতুল্লাহ বা কাবাঘর চেনা।

শিখনফল:

২.১ আউযুবিল্লাহ জানবে।
২.২ বিসমিল্লাহ জানবে।
২.৩ আল্লাহু আকবার মুখস্থ বলতে পারবে।
২.৪ খাওয়ার আগে ও পরে হাত-মুখ ধুতে পারবে।
২.৫ প্রতিদিন দাঁত পরিষ্কার করবে।
২.৬ মলমূত্র ত্যাগ করার পর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে শিখবে এবং পরিচ্ছন্ন হবে।
২.৭ কাপড়চোপড় ও বইপত্র গুছিয়ে রাখতে পারবে।
২.৮ ছবি দেখে বাইতুল্লাহ বা কাবা ঘরকে চিনতে পারবে।

পাঠ বিভাজন: এ অধ্যায়কে ৮টি পাঠে বিভাজন করা হয়েছে।

পাঠ–১
ব্যবহারিক দোয়া
আউযুবিল্লাহ

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থী – 'আউযুবিল্লাহ' জানবে:

ক. 'আউযুবিল্লাহ' মনোযোগসহকারে শুনবে ও শুদ্ধ উচ্চারণে মুখস্থ বলতে পারবে।

খ. 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বোয়ানির রাজীম' বলবে এবং অনুশীলন করবে।

গ. পবিত্র কুরআন মজিদ পড়ার শুরুতে 'আউযুবিল্লাহ' পড়তে পারবে।

উপকরণ: চক, ডাস্টার, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, পাঠ শিরোনাম লেখা কার্ড।

বিষয়বস্তু: অনেক খারাপ মানুষ আছে, যারা অন্যের ক্ষতি করতে চায়। তাদের আমরা দুষ্ট লোক বলি। দুষ্ট মানুষকে কেউ পছন্দ করে না। শয়তান মানুষের শত্রু। শয়তান মানুষের ক্ষতি করতে চায়। শয়তান, খারাপ মানুষ, দুষ্ট জিনের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য মানুষকে দোয়া পড়তে হয়। এই দোয়া হলো 'আউযুবিল্লাহ'। 'আউযুবিল্লাহ' এর পুরো বাক্য হলো 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বোয়ানি্র রাজীম'। এর অর্থ আমি বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট হতে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছি। কেউ 'আউযুবিল্লাহ' পড়লে আল্লাহ তাকে আশ্রয় দেন। আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। আল্লাহ তাকে অনিষ্ট থেকে বাঁচান। কুরআন মজিদ পড়ার আগে অবশ্যই 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বয়ানির রাজীম' পড়তে হয়। আমরা 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বোয়ানির রাজীম' শিখব এবং ঠিকভাবে পড়ব।

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

i. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

ii. নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর আদায়ের মাধ্যমে পূর্ব পাঠের অর্জিত জ্ঞান জেনে নিন।

ক. আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ এর আরবি কী?

খ. 'আল্লাহু আকবার ' বললে অনেক দূরে সরে যায় কে?

গ. আমরা ঈদের মাঠে যাওয়ার সময় বারবার উচ্চ স্বরে কী পড়ি?

যদি কোনো শিক্ষার্থী কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারে, তবে উত্তর জানা শিক্ষার্থী দ্বারা উত্তর জানিয়ে দিন। প্রয়োজনে আপনি নিজে বলুন ও বুঝিয়ে দিন।

iii. আজকের পাঠের বিষয়বস্তু 'আউযুবিল্লাহ' বোর্ডে লিখুন এবং উচ্চ স্বরে শব্দটি কয়েকবার পড়ে শোনান। এরপর আপনার সাথে সাথে দলগতভাবে কয়েকবার উচ্চ স্বরে 'আউযুবিল্লাহ' বলতে বলুন।

iv. এরপর এককভাবে প্রত্যেককে শব্দটি বলতে বলুন।

v. আজকের পাঠটি সহজ করে নিজের ভাষায় উপস্থাপন করুন।

vi. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের শিখনফল কতটুকু অর্জন করতে পারল তা জেনে নিন:

১. মানুষের শত্রু কে?

২. কারা মানুষের ক্ষতি করতে চায়?

৩. শয়তানের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য কী পড়তে হয়?

৪. খারাপ মানুষ ও দুষ্ট জিনের ক্ষতি থেকে কে রক্ষা করেন?

৫. কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করার শুরুতে কী পড়তে হয়?

পরিকল্পিত কাজ:

(ক) শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বোয়ানির রাজীম' উচ্চ স্বরে কয়েক বার পড়ে অনুশীলনের মাধ্যমে মুখস্থ করবে।

মূল্যায়ন: যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন, শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

i. শিক্ষার্থীদের ৪টি উত্তরের মধ্যে সঠিক উত্তর কোনটি জিজ্ঞেস করুন। শিক্ষার্থীদের পৃথকভাবে উত্তর দিতে বলুন। অপারগ শিক্ষার্থীদের শুনতে ও উত্তর দিতে বলুন।

১. মানুষের শত্রু কে?

ক. ফেরেশতা　　খ. মানুষ

গ. জিন　　ঘ. শয়তান

২. 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বোয়ানির রাজীম' দোয়াটি কার অনিষ্ট হতে রক্ষা করে ?

ক. শত্রুর　　খ. মানুষের

গ. বন্ধুর　　ঘ. শয়তানের

ii. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

ক. শয়তানের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য কী পড়তে হয়?

খ. খারাপ মানুষ ও দুষ্ট জিনের ক্ষতি থেকে কে রক্ষা করেন?

গ. কী পড়ে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত শুরু করতে হয়?

iii. **নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন–**

ক. শয়তান মানুষের —।

খ. 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বোয়ানির রাজীম' হলো —।

গ. কুরআন মজিদ তিলাওয়াতের শুরুতে অবশ্যই––– পড়তে হয়?

ঘ. কেউ 'আউযুবিল্লাহ' পড়লে আল্লাহ তাকে –– দেন।

ঙ. জিনের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য মানুষকে ––পড়তে হয়।

পাঠ–২
বিসমিল্লাহ

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থী –

ক. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলতে পারবে।

খ. বিসমিল্লাহ-এর অর্থ বলতে পারবে।

গ. বিসমিল্লাহ পড়লে কী উপকার হয় তা বলতে পারবে।

ঘ. কুরআন মজিদ পাঠ করার পূর্বে কী পড়তে হয় তা বলতে পারবে।

উপকরণ: চক, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, মার্কার, পাঠের শিরোনাম 'বিসমিল্লাহ' লেখা কার্ড।

বিষয়বস্তু : কোনো কাজ ভালোভাবে করার জন্য শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' পড়তে হয়। আমাদের রসুল (স) সব কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতেন। তিনি কোথাও যাওয়া, খাওয়া, ঘুমানো, কিছু বলা, ওযু, নামায, ইবাদত ইত্যাদি করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করতেন। বিসমিল্লাহ-এর সম্পূর্ণ বাক্য হলো 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'। বিসমিল্লাহ এর অর্থ আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি। বিসমিল্লাহ বলে কোনো কাজ শুরু করলে সে কাজে আল্লাহ তায়ালা বরকত দেন। কাজটি ভালো হয়, সুন্দর হয়। লেখাপড়ার শুরুতে, খাওয়ার পূর্বে, কোথাও যাওয়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলতে হয়।

পবিত্র কুরআন পাঠ করার পূর্বে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়তে হয়। এর অর্থ আমি পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। পবিত্র কুরআন পাঠের আগে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়তে হয়। তার পূর্বে আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বোয়ানির রাজীম পড়তে হয়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

i. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

ii. প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠসংশ্লিষ্ট জ্ঞান জেনে নিন। কোনো শিক্ষার্থী কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা উত্তর বলে দিন। প্রয়োজনে আপনি নিজে বলুন ও বুঝিয়ে দিন।

iii. আজকের পাঠের বিষয়বস্তু 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লেখা কার্ডটি টাঙিয়ে দিন এবং উচ্চ স্বরে শুদ্ধভাবে কয়েকবার পড়ে শোনান। এরপর আপনার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে কয়েকবার উচ্চ স্বরে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলতে বলুন।

iv. অতঃপর এককভাবে প্রত্যেককে বলতে বলুন।

v. এবার আজকের পাঠটি সহজ করে নিজের ভাষায় উপস্থাপন করুন।

vi. শিক্ষার্থীদের ২/৩টি দলে বিভক্ত করে প্রতি দলে একজন করে দলনেতা বানান। অতঃপর দলনেতার সাহায্যে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' অনুশীলনের ব্যবস্থা করুন। যথাযথভাবে তারা করছে কি না আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন।

vii. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করুন।

১. রাসুল (স) সব কাজের শুরুতে কী বলতেন?

২. 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এর অর্থ কী?

৪. 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বললে কী উপকার হয়?

৫. কোনো ইবাদত করার আগে কী পড়তে হয়?

৬. কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করার আগে কী পড়তে হয়?

৭. লেখাপড়ার আগে কী করতে হয়?

পরিকল্পিত কাজ: দলগতভাবে শিক্ষার্থীরা উচ্চ স্বরে কয়েকবার বিসমিল্লাহ পড়বে।

মূল্যায়ন: যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন, শিক্ষার্থীরা তা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন –

i. ৪টি উত্তরের মধ্যে সঠিক উত্তর কোনটি জিজ্ঞেস করুন। শিক্ষার্থীদের পৃথকভাবে উত্তর দিতে বলুন। অপারগ শিক্ষার্থীদের শুনতে ও উত্তর দিতে বলুন।

১. রাসুল (স) সব কাজের শুরুতে কী বলতেন?

ক. আল্লাহু আকবার খ. আসসালামু আলাইকুম

গ. 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' ঘ. আল হামদুলিল্লাহ।

২. আমরা খাওয়া, লেখা পড়া, ঘুমানোর শুরুতে কী পড়ব?

ক. সুবহানাল্লাহ খ. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

গ. ইন্নালিল্লাহ ঘ. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ii. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

ক. সকল কাজ বিসমিল্লাহ বলে শুরু করতে কে শিখিয়েছেন?

খ. লেখাপড়া, খাওয়া, ঘুমানো ও কোথাও যাওয়ার সময়ে কী বলতে হয়?

গ. বিসমিল্লাহ্ পড়লে কী উপকার হয়?

ঘ. কুরআন তিলাওয়াতের শুরুতে কী পড়তে হয়?

iii. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন

ক. আমাদের রাসুল (স) সব কাজের – বিসমিল্লাহ বলতেন।

খ. বিসমিল্লাহ- এর অর্থ আমি – নামে শুরু করছি।

গ. — — পাঠ করার পূর্বে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়তে হবে।

ঘ. কোনো কাজ ভালোভাবে করার জন্য শুরুতে ———পড়তে হয়।

পাঠ–৩
আল্লাহু আকবার

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থী–

ক. 'আল্লাহু আকবার' মুখস্থ বলতে পারবে।

খ. 'আল্লাহু আকবার' মনোযোগসহকারে শুনবে ও শুদ্ধ উচ্চারণে বলতে পারবে।

গ. 'আল্লাহু আকবার' এর অর্থ বলতে পারবে।

ঘ. 'আল্লাহু আকবার' বললে শয়তান অনেক দূরে চলে যায় তা জানবে ও বলবে।

ঙ. 'আল্লাহু আকবার' বললে আল্লাহ বরকত দেন তা জানবে ও বলতে পারবে।

চ. হালাল পশু জবাই করার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলতে হয় তা জানবে ও বলবে।

উপকরণ: চক, ডাস্টার, চকবোর্ড/হোয়াইটবোর্ড, মার্কার, পাঠের শিরোনাম 'আল্লাহু আকবার' লেখা কার্ড, পয়েন্টার ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু :

আল্লাহ মহান। একমাত্র আল্লাহই এই পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকলের পালনকর্তা। আল্লাহু আকবার অর্থ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর সঙ্গে আর কারো তুলনা হয় না। আল্লাহু আকবার বললে আল্লাহ বরকত দেন । আযান দেওয়ার সময় আল্লাহু আকবার বলতে হয়। আল্লাহু আকবার বললে শয়তান অনেক দূরে চলে যায়। ঈদের মাঠে যাওয়া-আসার সময়ে বারবার উচ্চ স্বরে আল্লাহু আকবার বলতে হয়। বিশিষ্ট অতিথির আগমনে সমবেত লোকজন উচ্চ স্বরে আল্লাহু আকবার বলে থাকেন। হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল ইত্যাদি হালাল প্রাণী। এই হালাল প্রাণী জবাই করার সময়ে আল্লাহু আকবার বলতে হয়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

i. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

ii. নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর আদায়ের মাধ্যমে আজকের পাঠের জ্ঞান জেনে নিন।

ক. 'আল্লাহু আকবার' এর অর্থ কী?

খ. 'আল্লাহু আকবার' বললে কী উপকার হয়?

কোনো শিক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা উত্তর বলে দিন। প্রয়োজনে আপনি নিজে বলুন ও বুঝিয়ে দিন।

iii. আজকের পাঠের বিষয়বস্তু ' আল্লাহু আকবার ' লেখা কার্ডটি টাঙিয়ে দিন এবং উচ্চ স্বরে শব্দটি কয়েকবার পড়ে শোনান। এরপর আপনার সাথে সাথে দলগতভাবে কয়েকবার উচ্চ স্বরে 'আল্লাহু আকবার ' বলতে বলুন। এরপর এককভাবে প্রত্যেককে শব্দটি বলতে বলুন।

iv. আজকের পাঠটি সহজ করে নিজের ভাষায় উপস্থাপন করুন।

নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের শিখনফল অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করুন–

১. 'আল্লাহু আকবার ' এর অর্থ কী?

২. 'আল্লাহু আকবার ' বললে কী উপকার হয়?

৩. কী বললে শয়তান অনেক দূরে চলে যায়?

৪. ঈদের মাঠে যাওয়ার সময় বারবার উচ্চ স্বরে কী পড়তে হয়?

৫. হালাল পশু জবাই করার সময় কী বলতে হয়?

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থী দলগতভাবে উচ্চ স্বরে কয়েকবার আল্লাহু আকবার পড়বে।

মূল্যায়ন: যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন, শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন।

i. নিচের প্রশ্নগুলো ৪টি উত্তরের মধ্যে সঠিক উত্তর কোনটি জিজ্ঞেস করুন। শিক্ষার্থীদের পৃথকভাবে উত্তর দিতে বলুন। অপারগ শিক্ষার্থীদের শুনতে ও উত্তর দিতে বলুন।

১. 'আল্লাহু আকবার' এর অর্থ কী?

ক. আল্লাহ রিজিকদাতা খ. আল্লাহ দয়ালু

গ. আল্লাহ সর্বশক্তিমান ঘ. আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ

২. হালাল পশু জবাই করার সময় কী পড়তে হয়?

ক. 'আল্লাহু আকবার ' খ. বিসমিল্লাহ

গ. সুবাহানাল্লাহ ঘ. আলহামদুলিল্লাহ

ii. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন–

ক. আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ এর আরবি কী?

খ. 'আল্লাহু আকবার ' বললে আল্লাহ কী দেন?

গ. 'আল্লাহু আকবার ' বললে অনেক দূরে সরে যায় কে?

ঘ. আমরা ঈদের মাঠে যাওয়ার সময় উচ্চ স্বরে কী পড়ব?

iii. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন

ক. ঈদের মাঠে যাওয়ার সময় বারবার উচ্চ স্বরে —— পড়তে হয়।

খ. 'আল্লাহু আকবার ' বললে আল্লাহ ——দেন।

গ. 'আল্লাহু আকবার ' এর অর্থ —— ——।

ঘ. আল্লাহু আকবার বলে —— ——জবাই করতে হয়।

ঙ. —— মহান।

পাঠ–৪
হাত-মুখ ধোয়া

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থী

ক. খাওয়ার আগে ও পরে হাত-মুখ ধুতে পারবে।

খ. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য হাত মুখ ধুবে।

গ. আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন তা জানবে ও নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে।

ঘ. রোগব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাবান দিয়ে হাত-মুখ ধুতে আগ্রহী হবে।

ঙ. পবিত্র কুরআন পাঠ করার পূর্বে ওযু করবে।

উপকরণ: চক, ডাস্টার, বোর্ড, মার্কার, পাঠের শিরোনাম লেখা কার্ড, একটি ছেলে ও একটি মেয়ের হাত-মুখ ধোয়ার ছবি।

বিষয়বস্তু : আমাদের রাসুল (স) বলেছেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ। আল্লাহ ও রাসুল (স) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন। নামাজ আদায় ও পবিত্র কুরআন পাঠের পূর্বে ওযু করতে হয়। ওযু করে পাক পবিত্র হতে হয়। ওযুর একটি অংশ হাত-মুখ ধোয়া। শরীর ও মন দুটোই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। মনের মধ্যে কোনো খারাপ চিন্তা

এলে তা দূর করে মন পরিষ্কার রাখতে হয়। শরীর ও মন পরিষ্কার থাকলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। আমরা সারা দিন অনেক কাজ করি। এ জন্য হাত-মুখ ময়লা হয়। নিয়মিত হাত-মুখ ধুলে এ সমস্ত ময়লা পরিষ্কার হয়। প্রতিবার খাওয়ার আগে ও পরে হাত-মুখ ধুতে হয়। হাত না ধুয়ে খাবার খেলে হাতের ময়লা পেটে যায়। পেটের অসুখ হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে আল্লাহ ভালোবাসেন । পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে মা, বাবা, শিক্ষক ও বন্ধুরা পছন্দ করে।

হাত-মুখ ধোয়ার ছবি

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

i. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সালাম দিন ও কুশল বিনিময় করুন।

ii. প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠসংশ্লিষ্ট জ্ঞান জেনে নিন। কোনো শিক্ষার্থী কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা উত্তর বলে দিন। প্রয়োজনে আপনি নিজে বলুন ও বুঝিয়ে দিন।

iii. একটি ছেলে ও একটি মেয়ের হাত-মুখ ধোয়ার ছবিটি টাঙিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখতে বলুন এবং নিচের প্রশ্নগুলো করুন–

১. ছেলেটি কী করছে?
২. মেয়েটি কী করছে?
৩. প্রতিদিন কোন কোন সময় তোমরা হাত-মুখ ধোও?

iv. এবার 'হাত-মুখ ধোয়া' পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন ও উচ্চ স্বরে বলুন শিক্ষার্থীদেরও সরবে বলতে বলুন।

v. বলুন আজকে আমরা ' হাত-মুখ ধোয়া ' নিয়ে কথা বলব ।

vi. ছবিটি আড়ালে রাখুন। আজকের পাঠটি সহজ করে নিজের ভাষায় উপস্থাপন করুন।

vii. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এ পাঠের শিখনফল অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করুন–

১. আমাদের রাসুল (স) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে কী বলেছেন?
২. ওযু কোন কোন সময় করতে হয়?
৩. কী করে পাক পবিত্র হতে হয়?
৪. হাত-মুখ ধোয়া কিসের অংশ?
৫. খাওয়ার আগে ও পরে কী করতে হয়?
৬. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে আল্লাহ কী করেন ?

পরিকল্পিত কাজ:

কীভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হয় তা শিক্ষার্থীরা সাবান দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে দেখাবে।

মূল্যায়ন: আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

i. নিচের প্রশ্নগুলো ৪টি উত্তরসহ চকবোর্ডে লিখুন এবং সঠিক উত্তর কোনটি জিজ্ঞেস করুন

১. ইমানের অঙ্গ কী?

ক. গোসল　　খ. কুরআন পাঠ
গ. হাত-পা ধোয়া　　ঘ. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।

২. আল্লাহ ভালোবাসেন কী করলে?

ক. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে খ. হাত ধুলে

গ. বড়দের সাথে চললে ঘ. বাড়ি ধুয়ে রাখলে

ii. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

১. আল্লাহ ও রসুল (স) কী পছন্দ করেন?

২. ওযু কোন কোন সময় করতে হয়?

৩. নিয়মিত হাত-মুখ ধুলে কী হয়?

৪. খাওয়ার আগে ও পরে কী করতে হয়?

৫. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে কী কী উপকার হয় ?

iii. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

ক. ..... আগে ও পরে হাত-মুখ ধুতে হয়।

খ. ইমানের অঙ্গ ....।

গ. হাত না ধুয়ে খেলে ..... ময়লা পেটে যায়।

ঘ. ওযুর একটি অংশ ....ধোয়া।

ঙ. পবিত্র কুরআন পাঠের পূর্বে .....করতে হয়।

পাঠ–৫

দাঁত পরিষ্কার করা

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা –

ক. প্রতিদিন কীভাবে দাঁত পরিষ্কার করতে হয় তা বলতে পারবে ।

খ. নিয়মিত দাঁত পরিষ্কার না করলে কী হয় বলতে পারবে ।

গ. প্রত্যহ কোন কোন সময় দাঁত পরিষ্কার করতে হয় তা বলতে পারবে।

ঘ. দাঁত পরিষ্কার করলে কী কী উপকার হয় বলতে পারবে ।

উপকরণ: চক, ডাস্টার, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, পাঠের শিরোনাম লেখা কার্ড, ব্রাশ ও পেস্ট, একটি ছেলে ও একটি মেয়ের দাঁত ব্রাশ করার ছবি।

বিষয়বস্তু : রাসুল (স) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে আল্লাহ পছন্দ করেন। দাঁত পরিষ্কার করা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অংশ। প্রতিদিন মেসওয়াক বা

ব্রাশ দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করতে হয়। আমরা প্রতিদিন অনেক ধরনের খাবার খাই। দাঁত পরিষ্কার না করলে এই খাবার দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে লেগে থাকে এবং তা পচে মুখে দুর্গন্ধ হয়। এতে অনেক সময় দাঁতে ব্যথা হয়। আবার খাবারের সাথে তা পেটে গিয়ে পেটের পীড়া হয়। অনেক সময় দাঁত নষ্ট হয়ে যায়। তাই প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দাঁত মেসওয়াক বা ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়। আবার রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বেও ব্রাশ দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করতে হয়। নিয়মিত মেসওয়াক বা ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করলে দাঁত ভালো থাকে। পরিষ্কার দাঁত দেখতে সুন্দর লাগে। দাঁত পরিষ্কার করা সুন্নত। প্রতিবার ওযুর সময় দাঁত পরিষ্কার করতে হয়।

দাঁত ব্রাশ করার ছবি

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

i. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সালাম দিন ও কুশল বিনিময় করুন।

ii. প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠসংশ্লিষ্ট জ্ঞান জেনে নিন। কোনো শিক্ষার্থী কোনো

প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে সক্ষম শিক্ষার্থী দ্বারা উত্তর বলে দিন। প্রয়োজনে আপনি নিজে বলুন ও বুঝিয়ে দিন।

iii. একটি ছেলে ও একটি মেয়ের দাঁত ব্রাশ করার ছবিটি টাঙিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখতে বলুন এবং নিচের প্রশ্নগুলো করুন–

১. ছেলেটি কী করছে?
২. মেয়েটি কী করছে?
৩. তোমরা দাঁত ব্রাশ কর কি?
৪. প্রতিদিন কোন কোন সময় তোমরা দাঁত ব্রাশ কর?

iv. এবার 'দাত পরিষ্কার করা' পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন ও উচ্চ স্বরে বলুন শিক্ষার্থীদেরও সরবে বলতে বলুন।

v. এবার ছবিটি দৃষ্টির আড়ালে রাখুন ও নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের শিখনফল অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করুন–

১. দাঁত পরিষ্কার করা কিসের অংশ?
২. প্রতিদিন কীভাবে দাঁত পরিষ্কার করতে হয়?
৪. দাঁত পরিষ্কার না করলে কী হয়?
৫. কীভাবে অনেক সময় দাঁত নষ্ট হয়ে যায়?
৬. কী করলে দাঁত ভালো থাকে?

পরিকল্পিত কাজ:

শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন দাঁত পরিষ্কার করবে ও কীভাবে দাঁত পরিষ্কার করতে হয় তা, দেখাবে।

মূল্যায়ন: আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

i. নিচের প্রশ্নগুলো ৪টি উত্তরসহ চকবোর্ডে লিখুন। উচ্চ স্বরে কয়েকবার পড়ুন। ৪টি উত্তরের মধ্যে সঠিক উত্তর কোনটি জিজ্ঞেস করুন। শিক্ষার্থীদের পৃথকভাবে উত্তর দিতে বলুন। অপারগ শিক্ষার্থীদের শুনতে ও উত্তর দিতে বলুন–

১. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে কী বলে?

ক. শরীরের অঙ্গ খ. হাত-পায়ের অঙ্গ
খ. ইমানের অঙ্গ গ. ইসলামের অঙ্গ

২. আল্লাহ ভালোবাসেন কী করলে?

ক. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে খ. হাত না ধুয়ে কিছু খেলে

গ. কাপড় পরিষ্কার রাখলে ঘ. জুতা পরে থাকলে

ii. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

১. ওযুর অংশ কী?

২. আল্লাহ ও রাসুল (স) কী পছন্দ করেন?

৩. কোন কোন সময় দাঁত পরিষ্কার করতে হয়?

৪. নিয়মিত দাঁত পরিষ্কার করলে কী কী উপকার হয়?

৫. দাঁতের ফাঁকে খাবার লেগে থাকলে কী হয়?

iii. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন

ক. দাঁত পরিষ্কার করা .... অংশ।

খ. প্রতিদিন .....বা ..... দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করতে হয়।

গ. পরিষ্কার করলে ..... ভালো থাকে।

ঘ. প্রতিদিন ..... এবং ..... দাঁত পরিষ্কার করতে হয়।

iv. বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন–

ক. প্রতিদিন মেসওয়াক বা ব্রাশ দিয়ে	দেখতে সুন্দর লাগে।
খ. দাঁত পরিষ্কার না করলে	মুখে দুর্গন্ধ হয়।
গ. পরিষ্কার দাঁত	দাঁত পরিষ্কার করতে হয়।

পাঠ–৬

মলমূত্র ত্যাগের পর পরিচ্ছন্নতা

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থী

ক. মলমূত্র ত্যাগের পর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে শিখবে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবে।

খ. আল্লাহ ও রাসুল (স) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন তা বলতে পারবে।

গ. মলমূত্র ত্যাগের পর পরিচ্ছন্নতার জন্য কী করতে হয় শিখবে ও তা করবে।

ঘ. মলমূত্র ত্যাগের সময় পরিচ্ছন্নতার জন্য স্যান্ডেল পরে টয়লেটে যাবে।

ঙ. মলমূত্র ত্যাগের পর সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হবে।

উপকরণ: চক, ডাস্টার, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, পাঠের শিরোনাম লেখা কার্ড, মল ত্যাগ শেষে হাত মুখ ধোয়ার ছবি ।

বিষয়বস্তু :

রাসুল (স) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করতেন। আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন। আল্লাহর ইবাদত করার আগে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য ওযু করতে হয়। তাই শরীরে কোনো ময়লা থাকলে আগে তা দূর করতে হয়। স্যান্ডেল পরে টয়লেটে যেতে হয়, যাতে পায়ে ময়লা বা নোংরা না লাগে। মল–মূত্রত্যাগ করে অর্থাৎ প্রস্রাব-পায়খানা শেষে ভালো করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হয়। সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুতে হয়। ময়লা হাতে খাবার খেলে পেটের পীড়া হয়। তাতে নানা রকম অসুখ হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে অসুখ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং মনে আনন্দ থাকে। তাই মলমূত্র ত্যাগের পর ভালো করে হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হয়।

মলমূত্র ত্যাগের পর পরিচ্ছন্নতা

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

i. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সালাম দিন ও তাদের সালামের জবাব দিতে সহায়তা করুন। 'তোমরা কেমন আছ ' বলে কুশল বিনিময় করুন।

ii. প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পূর্ব পাঠ এবং আজকের পাঠসংশ্লিষ্ট জ্ঞান যাচাই করুন। কোনো শিক্ষার্থী কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারলে সক্ষম শিক্ষার্থী দ্বারা উত্তর বলে দিন। প্রয়োজনে আপনি নিজে বলুন ও বুঝিয়ে দিন।

iii. মল ত্যাগ শেষে বের হয়ে হাত ধোয়ার ছবিটি টাঙিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখতে বলুন এবং নিচের প্রশ্নগুলো করুন–

১. বালক কী করছে?
২. বালিকারা কী করবে?
৩. কেন হাত ধুচ্ছে?
৪. তোমরা কীভাবে হাত ধোও?

iv. এবার ' মলমূত্র ত্যাগের পর পরিচ্ছন্নতা ' পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন ও উচ্চ স্বরে বলুন, শিক্ষার্থীদেরও সরবে বলতে বলুন।

v. বলুন, আজকে আমরা 'মলমূত্র ত্যাগের পর পরিচ্ছন্নতা ' নিয়ে কথা বলব।

vi. ছবি দৃষ্টির আড়ালে রাখুন ও আজকের পাঠটি নিজের ভাষায় উপস্থাপন করুন।

vii. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এ পাঠের শিখনফল অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন–

১. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে আল্লাহ কী করেন?
২. ওযু করে কী হওয়া যায় ?
৩. স্যান্ডেল পরে টয়লেটে কেন যেতে হয়?
৪. মলমূত্র ত্যাগের পর কীভাবে পরিচ্ছন্ন হবে?

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে অভিনয় করে কীভাবে টয়লেট শেষে হাত ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হতে হয় তা দেখাবে।

মূল্যায়ন: যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন, শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

i. নিচের প্রশ্নগুলোর ৪টি উত্তরের মধ্যে সঠিক উত্তর কোনটি জিজ্ঞেস করুন। শিক্ষার্থীদের পৃথকভাবে উত্তর দিতে বলুন। অপারগ শিক্ষার্থীদের শুনতে ও উত্তর দিতে বলুন।

১. মলমূত্র ত্যাগের পর কী করতে হয়?

ক. গোসল করতে হয় খ. হাত ধুতে হয়
গ. পা ধুতে হয় ঘ. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হয়।

২. সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুতে হয় কখন?

ক. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে খ. মলমূত্র ত্যাগ করলে
গ. কিছু খেলে ঘ. ওযু করলে।

ii. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

ক. রাসুল (স) কী পছন্দ করতেন?
খ. পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য কী করতে হয়?
গ. ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হয় কখন?
ঘ. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে কী কী উপকার হয়?

iii. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মেলাতে বলুন–

ক. আল্লাহ ও তাঁর রাসুল	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হয়।
খ. পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন।
গ. ময়লা হাতে খাবার খেলে	ওযু করতে হয়।
ঘ. প্রস্রাব পায়খানা শেষে ভালো করে	পেটের পীড়া হয়।

পাঠ–৭

কাপড় চোপড়, বইপত্র গুছিয়ে রাখা

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থী–

(ক) কাপড় চোপড়, বইপত্র গুছিয়ে রাখা শিখবে এবং গুছিয়ে রাখতে পারবে।
(খ) আল্লাহ তায়ালা এবং রাসুল (স) কী পছন্দ করতেন তা বলতে পারবে।
(গ) কাপড় চোপড়, বইপত্র গুছিয়ে রাখলে কী কী উপকার হয় তা বলতে পারবে।

(ঘ) কাপড়চোপড়, বইপত্র ঠিক জায়গায় গুছিয়ে রাখবে।
(ঙ) মায়ের কাজে সহায়তা করবে।

উপকরণ: চক, ডাস্টার, চকবোর্ড,হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, পাঠের শিরোনাম লেখা কার্ড, শিক্ষার্থীর বইপত্র গুছিয়ে রাখার ছবি।

বিষয়বস্তু :

আল্লাহ তায়ালা এবং রাসূল (স) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন । শরীর ও মন ভালো রাখার জন্য হাত-মুখ ,শরীরের সাথে সাথে নিজের কাপড়চোপড় ও পরিষ্কার রাখতে হয়। বিছানা, বালিশ, মশারি, জায়নামাজ গুছিয়ে রাখতে হয়। জামা -কাপড়, বইপত্র ঠিক জায়গায় গুছিয়ে রাখলে দেখতে ভালো লাগে। প্রয়োজনের সময় সবকিছু খুঁজে পাওয়া যায়। নিজের কাপড়চোপড়, বইপত্র প্রতিদিন গুছিয়ে রাখলে সকলে পছন্দ করে। নিজের কাপড়চোপড়, বইপত্র গুছিয়ে রাখলে মায়ের কাজে সহায়তা হয়। এতে মায়ের পরিশ্রম কমে। মা খুশি হন।

বইপত্র গুছিয়ে রাখা

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

i. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সালাম দিন ও তাদের সালামের জবাব দিতে সহায়তা করুন। 'তোমরা কেমন আছ' বলে কুশল বিনিময় করুন।

ii. প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পূর্ব পাঠ এবং আজকের পাঠসংশ্লিষ্ট জ্ঞান যাচাই করবেন। কোনো শিক্ষার্থী কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারলে সক্ষম শিক্ষার্থী দ্বারা উত্তর বলে দিন। প্রয়োজনে আপনি নিজে বলুন ও বুঝিয়ে দিন।

iii. শিক্ষার্থীদের বইপত্র গুছিয়ে রাখার ছবিটি টাঙিয়ে দিয়ে দেখতে বলুন এবং নিচের প্রশ্নগুলো করুন–

১. বালিকাটি কী করছে?
২. বালিকাটি কী করবে?
৩. তোমার কাপড় চোপড়, বইপত্র কে গুছিয়ে রাখে?
৪. তোমরা মাকে কীভাবে সহায়তা কর?

iv. এবার 'কাপড় চোপড় বইপত্র গুছিয়ে রাখা।' পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন ও উচ্চ স্বরে বলুন শিক্ষার্থীদেরও সরবে বলতে বলুন।

vi. বলুন, আজকে আমরা 'কাপড়চোপড় বইপত্র গুছিয়ে রাখা' নিয়ে কথা বলবো।

vii. ছবি দৃষ্টির আড়ালে রাখুন ও আজকের পাঠটি নিজের ভাষায় উপস্থাপন করুন।

viii. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এ পাঠের শিখনফল অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন।

১. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে আল্লাহ কী করেন?
২. শরীর ও মন ভালো রাখার জন্য কী করতে হয়?
৩. কী করলে প্রয়োজনের সময় সবকিছু খুঁজে পাওয়া যায়?
৪. কাপড় চোপড়, বইপত্র কী করবে?
৫. মাকে কীভাবে সাহায্য করা যায়?

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে নিজেদের বইপত্র গুছিয়ে রাখবে ও দেখাবে।

মূল্যায়ন: যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন, শিক্ষার্থীরা তা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করবেন–

i. নিচের প্রশ্নগুলোর ৪টি উত্তরের মধ্যে সঠিক উত্তর কোনটি জিজ্ঞেস করবেন। শিক্ষার্থীদের পৃথকভাবে উত্তর দিতে বলুন। অপারগ শিক্ষার্থীদের শুনতে ও উত্তর দিতে বলুন।

১. প্রয়োজনের সময় সবকিছু খুঁজে পাওয়া যায় কী করলে ?

ক. জামা-কাপড়, বইপত্র ঠিক জায়গায় গুছিয়ে রাখলে

খ. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে

গ. জিনিসপত্র যে কোনো জায়গায় রাখলে

ঘ. কাপড় চোপড়, বইপত্র ছড়ানো-ছিটানো থাকলে।

২. মায়ের পরিশ্রম কমে কিসে ?

ক. মায়ের কথা শুনলে

খ. কাপড় চোপড় , বইপত্র গুছিয়ে রাখলে

গ. জিনিসপত্র এলোমেলো করে রাখলে

ঘ. মায়ের কাছে বায়না করলে

ii. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

১. কাপড় চোপড়, বইপত্র গুছিয়ে রাখলে কী কী উপকার হয় ?

২. আল্লাহ তাআলা এবং রাসুল (স) কী পছন্দ করতেন?

৩. কী করলে প্রয়োজনের সময় সবকিছু খুঁজে পাওয়া যায়?

৪. কীভাবে মায়ের কাজে সহায়তা করা যায়?

পাঠ–৮
ছবি দেখে কাবা ঘর চেনা

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থী–

ক. ছবি দেখে কাবা ঘরকে চিনতে পারবে।

খ. ছবি দেখে বাইতুল্লাহ বা কাবা ঘরের নাম বলতে পারবে ।

গ. মুসলমান বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে নামায আদায় করেন তা বলতে পারবে।

ঘ. আরব দেশের মক্কা নগরীতে কাবা শরিফ অবস্থিত বলতে পারবে।

ঙ. তাওয়াফ করা কী– বলতে পারবে।

উপকরণ: চক, ডাস্টার, বোর্ড, মার্কার, পাঠের শিরোনাম লেখা কার্ড, কাবা ঘরের রঙিন ছবি।

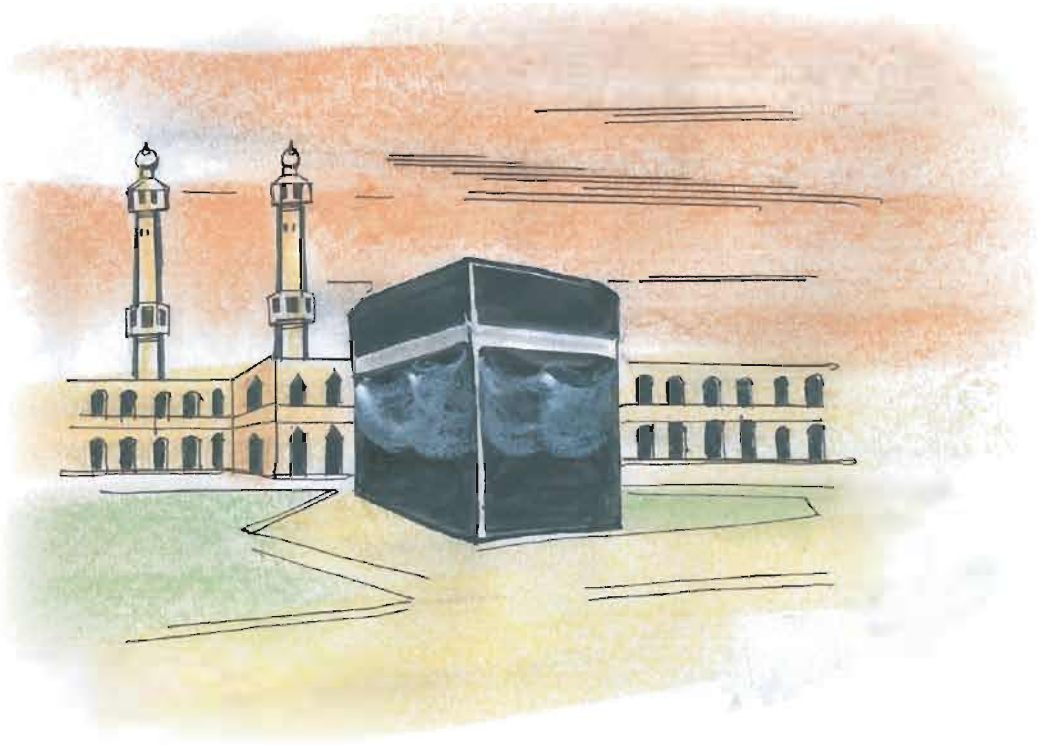

কাবা ঘরের ছবি

বিষয়বস্তু :

তোমরা কী দেখছ? শিক্ষার্থীরা বলবে, একটি ঘরের ছবি দেখছি। তখন শিক্ষক তাদের উদ্দেশে বলবেন, ছবির এ ঘরটি আল্লাহর ঘর। এই ঘরকে বাইতুল্লাহ বা আল্লাহর ঘরও বলে। আল্লাহর ঘরকে কাবা শরিফও বলে। আরব দেশের মক্কা নগরীতে এই কাবা শরিফ অবস্থিত । সকল মুসলমান এই কাবা শরিফের দিকে মুখ করে নামায আদায় করেন। প্রথমে আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ) ইবাদতের জন্য এই বাইতুল্লাহ শরিফ নির্মাণ করেন। অনেক দিন পর কাবা শরিফ ভেঙে গেলে পুনরায় তৈরি করা হয়। হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর ছেলে হযরত ইসমাঈল (আ) সেই ঘর পুনরায় তৈরী করেন। আমাদের রাসুল হযরত মুহাম্মদ (স) – এর সময়ে কুরাইশরা এই বায়তুল্লাহ আবার মেরামত করেন। মক্কায় প্রতিবছর হজের সময় লাখ লাখ হাজি কাবা শরিফকে মাঝে রেখে তার চারপাশে সাতবার ঘোরেন। এই ঘোরাকে তাওয়াফ করা বলে। কাবা ঘরের প্রাচীরের

গায়ে বেহেশতের পাথর হাজরে আসওয়াদ লাগানো আছে। এই হাজরে আসওয়াদকে আমাদের রাসুল (স) সম্মান করতেন, তাই সকলে একে সম্মান করে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

i. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সালাম দিন ও তাদের সালামের জবাব দিতে সহায়তা করুন। 'তোমরা কেমন আছ' বলে কুশল বিনিময় করুন।

ii. শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে পারে তাকে একটি ছড়া বলতে বলুন। সকলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন– কেমন লেগেছে।

iii. প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠসংশ্লিষ্ট জ্ঞান যাচাই করুন। কোনো শিক্ষার্থী কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারলে সক্ষম শিক্ষার্থী দ্বারা উত্তর বলে দিন। প্রয়োজনে আপনি নিজে বলুন ও বুঝিয়ে দিন।

iv. কাবা ঘরের ছবিটি টাঙিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখতে বলুন এবং নিচের প্রশ্নগুলো করুন–

১. এটি কিসের ছবি ?
২. এই ঘরের নাম কী তোমরা জান ?
৩. এই ঘরটি কার তোমরা জান ?

v. এবার 'ছবি দেখে কাবা ঘর চেনা' পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন ও উচ্চ স্বরে বলুন শিক্ষার্থীদের সরবে বলতে বলুন।

iv. বলুন, আজকে আমরা 'কাবা ঘর' নিয়ে কথা বলব ।

vi. ছবির সাহায্যে আজকের পাঠটি সহজ করে নিজের ভাষায় উপস্থাপন করুন।

vii. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের শিখনফল অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করুন।

১. আল্লাহর ঘরের নাম কী ?
২. কাবা শরিফ কোথায় অবস্থিত ?
৩. কাবা শরিফের দিকে মুখ করে নামায আদায় করেন কারা?
৪. বাইতুল্লাহ শরিফ নির্মাণ করেন কে?
৫. কীভাবে তাওয়াফ করে?

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা কাবা ঘরের ছবি আঁকবে এবং তিনটি বাক্য লিখবে।

মূল্যায়ন: যে পাঠটি আপনি শিখালেন, শিক্ষার্থীরা তা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো সেটি মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

i. প্রশ্নগুলো ৪টি উত্তরসহ বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের উত্তর দিতে বলুন।

১. আল্লাহর ঘরের নাম কী?

ক.বাইতুল্লাহ　　খ. মসজিদ

গ. আল আকসা　　ঘ.মসজিদে নববি

২. কাবা শরিফের দিকে মুখ করে নামায আদায় করেন কারা ?

ক.মুসলমানরা　　খ. হিন্দুরা

গ.খ্রিষ্টানরা　　ঘ . বৌদ্ধরা

ii. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

ক. কাবা শরিফ কোন দেশে অবস্থিত?

খ. বাইতুল্লাহ শরিফ আবার মেরামত করেন কারা?

গ. কাবা শরিফকে মাঝে রেখে তার চারপাশে সাতবার ঘোরাকে কী বলে?

ঘ. হযরত আদম (আ) বাইতুল্লাহ শরিফ নির্মাণ করেন কেন?

ঙ. হাজরে আসওয়াদকে আমাদের রাসুল (স) কী করতেন?

iii. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্য মেলাতে বলুন–

ক. আল্লাহর ঘর	তাওয়াফ বলে
খ. ইবাদতের জন্য	বাইতুল্লাহ শরিফ নির্মাণ করেন
গ. কাবা শরিফের চারপাশে সাতবার ঘোরাকে	বাইতুল্লাহ বা কাবা শরিফ

তৃতীয় অধ্যায়
আখলাক

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

ক. মাতা–পিতা ও শিক্ষকসহ বড়দের সম্মান করা।

খ. ছোটদের স্নেহ করা।

গ. সালাম দেওয়া এবং সালামের জবাব দেওয়া।

শিখনফল :

ক. মাতা–পিতা ও শিক্ষকসহ বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করতে পারবে।

খ. কারো সাথে দেখা হলে সালাম দিতে পারবে এবং সালাম দিবে।

গ. কেউ সালাম দিলে সালামের জবাব দিতে পারবে এবং নিয়মিত জবাব দিবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়টি ৩টি পাঠে বিভাজন করা হয়েছে।

পাঠ – ১
বড়দের সম্মান করা

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

ক. মাতা–পিতা ও শিক্ষকসহ বড়দের সম্মান করবে।

খ. শিশুদের জন্য মাতা–পিতা, দাদা–দাদি, বড় ভাইবোনের ত্যাগ ও অবদান জানতে পারবে ।

গ. মাতা–পিতা, দাদা–দাদি, বড় ভাইবোনকে সম্মান করবে।

ঘ. শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষকগণের অনেক অবদান জানতে পারবে ।

ঙ. শিক্ষকগণকে সম্মান করবে।

চ. বয়সে বড় এমন সবাইকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করবে।

উপকরণ: চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।
মাতা–পিতা ও শিক্ষককে সম্মান করা হচ্ছে এমন ছবি।

মাতা–পিতা ও শিক্ষককে সম্মান করা

বিষয়বস্তু : শিশুকালে আমরা কিছু খেতে পারি না। মা শিশুকে বুকের দুধ পান করান। আমরা কাপড় পরতে পারি না। মাতা–পিতা আমাদের কাপড় পরান। মাতা–পিতা আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করে সেবাযত্ন করেন। দাদা–দাদি , বড় ভাইবোন আমাদের অনেক সহায়তা করেন। মাতা–পিতা, দাদা–দাদি , বড় ভাইবোন ও আত্মীয়কে সম্মান করা ইবাদত। আমাদের প্রিয় রাসুল (স) তাঁর দুধ মা হালিমাকে দেখে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে সম্মান করেছিলেন। আমরাও মাতা–পিতার সাক্ষাতে সম্মানের জন্য সালাম দেব এবং দাঁড়াব। আমরা লেখাপড়া জানতাম না। শিক্ষকগণ অনেক আদর–যত্ন করে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া শিক্ষা দেন। ওপরের শ্রেণির শিক্ষার্থীরা তোমাদের আদর–স্নেহ করে। শিক্ষক এবং ওপরের শ্রেণির ছাত্র ছাত্রীকে সম্মান করা ছোটদের কর্তব্য। বয়সে বড় এমন সবাইকে সম্মান করা ইবাদত। বড়দের আমরা শ্রদ্ধা ও সম্মান করব ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

i. শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সালাম দিন এবং কুশল বিনিময় করুন।

ii. মাতা–পিতা ও শিক্ষককে সম্মান করা হচ্ছে– এমন ছবিটি যথাস্থানে টাঙিয়ে দিন।

iii. তাদের ছবিটি ভালোভাবে দেখতে বলুন এবং প্রশ্ন করুন –

ক. মাতা–পিতা ও দাদা–দাদিকে সম্মান করা কী ?

খ. শিক্ষকগণকে সম্মান করা কী?

গ. বড় ভাইবোনকে সম্মান করা কী?

iv. এবার পাঠ শিরোনাম ‘বড়দের সম্মান করা’ বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের সরবে বলতে বলুন ‘বড়দের সম্মান করা’। এবার ছবিটি দৃষ্টির আড়ালে রাখুন। অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করুন।

ক. মাতা–পিতা তোমাদের জন্য কী কী করেন?

খ. দাদা–দাদি,বড় ভাইবোন আমাদের জন্য কী করেন?

গ. মাতা–পিতা ও দাদা–দাদিকে সম্মান করা কী?

গ. রাসুল (স) মা হালিমাকে কীভাবে সম্মান করেছিলেন?

ঘ. তোমরা মাতা–পিতাকে কীভাবে সম্মান করবে?

ঙ. তোমরা শিক্ষককে কীভাবে সম্মান করবে?

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে প্রতিটি দলে দলনেতা ঠিক করুন। বড়দের কীভাবে সম্মান করতে হয় তা, দলনেতা বলবে অন্যরা তাকে অনুসরণ করবে।

মূল্যায়ন: প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনমান আলাদাভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

i. প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

১. বড়দের সম্মান করা কী?

ক. ইবাদত　　গ. সামাজিকতা

খ. নসিহত　　ঘ. ভদ্রতা

২. তোমরা শিক্ষককে কীভাবে সম্মান করবে?

গ. বসে　　গ. দাঁড়িয়ে

ঘ. হাত নেড়ে　　ঘ. মাথা নেড়ে।

ii. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

ক. মা আমাদের বুকের দুধ ... করিয়েছেন।

খ. পিতা–মাতাকে সম্মান করা....।

গ. ওপরের শ্রেণির ছাত্র ছাত্রীকে সম্মান করা ছোটদের ...।

ঘ. বয়সে বড় এমন স্বাইকে সম্মান করা ...।

ঙ. আমরা শিক্ষককে সম্মানের জন্য....।

চ. বড়দের আমরা ... ও ... করব।

iii. চার্টটি বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্যের মিল করতে বলুন:

ক. মা শিশুকে বুকের দুধ	সহায়তা করেন।
খ. বড় ভাইবোন আমাদের অনেক	লেখাপড়া শিক্ষা দেন।
গ. শিক্ষকগণ অনেক কষ্ট করে শিক্ষার্থীদের	পান করান।
ঘ. বয়সে বড় এমন স্বাইকে	সম্মান করা ইবাদত।

iv. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

ক. শিক্ষকগণকে সম্মান করা কী?

খ. পিতা–মাতা ও দাদা–দাদিকে সম্মান করা কী?

গ. বড় ভাইবোনকে সম্মান করা কী?

পাঠ – ২

ছোটদের স্নেহ করা

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা ছোটদের আদর–স্নেহ করবে :

ক. ছোট ভাইবোনদের স্নেহ করবে।
খ. ছোট ছাত্র ছাত্রীদের স্নেহ করবে।
গ. বয়সে ছোট এমন সবাইকে আদর–স্নেহ করবে।
ঘ. মাতা–পিতা ও শিক্ষকগণ ছোটদের খুব স্নেহ করেন তা বুঝবে।

উপকরণ: মাতা–পিতা ও শিক্ষক ছোটদের স্নেহ করছে এমন ছবি, চক / মার্কার পেন, ডাস্টার, লিখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার। মাতা–পিতা ও শিক্ষক ছোটদের স্নেহ করছেন এমন ছবি।

বিষয়বস্তু : আল্লাহ সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসেন। মাতা–পিতা নিজ সন্তানকে খুব স্নেহ ও যত্ন করেন। ঈদে সুন্দর সুন্দর পোশাক ও খেলনা কিনে দেন। বড় ভাই বোন ও আত্মীয়স্বজন ছোটদের আদর করেন। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের লেখা পড়া শিক্ষা দেন এবং খুব ভালোবাসেন। ওপরের শ্রেণির ছাত্র ছাত্রীরা ছোটদের ভালোবাসেন। আমাদের প্রিয় রাসুল (স) শিশুদের স্নেহ করতেন। তিনি তাঁর নাতি হাসান হোসাইন (রা.)–কে আদর করতেন। রাসুল (স) তাঁর সাহাবিদের ইসলাম শিক্ষা দিতেন। তিনি তাঁদের খুব ভালোবাসতেন। বয়সে ছোট এমন সবাইকে স্নেহ করা ইবাদত। আমরা ছোটদের প্রতি ভালো আচরণ করব, সুন্দরভাবে কথা বলব, আদর–যত্ন ও স্নেহ করব।

ছোটদের স্নেহ করা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

i. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সালাম দিন এবং কুশল বিনিময় করুন।

ii. মাতা-পিতা ও শিক্ষক ছোটদের স্নেহ করছে, এমন রঙিন ছবিটি যথাস্থানে টাঙিয়ে দিন।

iii. তাদের ছবিটি ভালোভাবে দেখতে বলুন এবং প্রশ্ন করুন-

ক. সন্তানদের স্নেহ করেন কে?

খ. ছাত্র ছাত্রীদের স্নেহ করেন কে?

গ. ছোটদের স্নেহ করা কী?

iv. এবার পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন 'ছোটদের স্নেহ করা' এবং শিক্ষার্থীদের সরবে বলতে বলুন 'ছোটদের স্নেহ করা'। এবার ছবিটি দৃষ্টির আড়ালে রাখুন। অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের শেখাবেন।

ক. সন্তানদের স্নেহ করেন কে?
খ. ঈদে সুন্দর সুন্দর পোশাক কিনে দেন কে?
গ. ছোটদের আদর করেন কারা?
ঘ. বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিক্ষা দেন কে?
ঙ. রাসুল (স) শিশুদের কী করতেন?
চ. বয়সে ছোট এমন সবাইকে তোমরা কী করবে?

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে প্রতিটি দলে দলনেতা ঠিক করুন। ছোটদের কীভাবে স্নেহ করতে হয় তা দলনেতা বলবে, অন্যরা তাকে অনুসরণ করবে।

মূল্যায়ন : প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান আলাদাভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

i. প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

১. ছোটদের স্নেহ করা কী?
ক. সামাজিকতা গ. সভ্যতা
খ. ইবাদত ঘ. কোনোটাই ঠিক না

২. তোমরা ছোটদের কীভাবে স্নেহ করবে?
ক. আদর করে গ. শাস্তি দিয়ে
খ. বকা দিয়ে ঘ. রাগ করে

ii. **নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:**

ক. দয়ালু আল্লাহ সকল সৃষ্টিকে ..... করেন।
খ. মাতা–পিতা নিজ সন্তানকে .....ও..... করেন
গ. শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের সুন্দরভাবে ..... এবং খুব .....।
ঘ. রাসুল (স) ছেলে মেয়েদের ..... করতেন।
ঙ. বয়সে ছোট এমন সবাইকে স্নেহ করা .....।

iii. চার্টটি বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন :

ক. আল্লাহ তায়ালা সকল সৃষ্টিকে	সুন্দরভাবে পড়ান।
খ. পিতা–মাতা নিজ সন্তানকে খুব	স্নেহ ও যত্ন করেন।
গ. বড় ভাইবোন ও আত্মীয়গণ	স্নেহ করা ইবাদত।
ঘ. শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের	স্নেহ করেন।
ঙ. বয়সে বড় এমন সবাইকে	ছোটদের আদর করেন।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন :

ক. বয়সে ছোট এমন সবাইকে স্নেহ করা কী?

খ. সন্তানদের স্নেহ করেন কে?

গ. ছাত্র ছাত্রীদের স্নেহ করেন কে?

ঘ. তোমরা ছোটদের কী করবে?

পাঠ – ৩

সালাম ও সালামের জবাব দেওয়া

শিখনফল: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা

ক. কারো সাথে দেখা হলে সালাম দিতে পারবে ও সালাম দেবে

খ. কেউ সালাম দিলে তার জবাব দিতে পারবে এবং নিয়মিত জবাব দেবে।

গ. সালাম কী তা বলতে পারবে।

ঘ. সালামের অর্থ বলতে পারবে।

গ. সালাম বিনিময়ের নিয়ম বলতে পারবে।

চ. সালাম বিনিময়ের গুরুত্ব বলতে পারবে।

উপকরণঃ সালাম বিনিময় করা হচ্ছে এমন ছবি, চক/ মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

বিষয়বস্তু : একজনের সাথে অপর জনের দেখা হলে সালাম দিতে হয়। 'সালাম' অর্থ শান্তিদাতা। 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলাকে সালাম বলে। এর অর্থ হচ্ছে, আপনার ওপর

শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের রাসুল (স) সবাইকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে সালাম দিতেন। তিনি সালাম দেওয়া খুব পছন্দ করতেন। তাই সালাম দেওয়া সুন্নত। মাতা–পিতা, ভাই বোন, চাচা–চাচি, নানা–নানি, মামা–মামি, শিক্ষক–শিক্ষার্থী, মেহমান, পরিচিত–অপরিচিত, ছোট–বড় সবাইকে সালাম দিতে হয়। কেউ সালাম দিলে সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব। সালামের জবাবে বলতে হয় 'ওয়ালাইকুমুস সালাম'। এর অর্থ হচ্ছে, আপনার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক। সালাম দেওয়া এবং সালামের জবাব দেওয়া ইবাদত। সালাম বিনিময়ে মাথা নাড়া বা হাত তুলে ইশারা করা ঠিক নয়।

সালাম বিনিময় করা হচ্ছে

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

i. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সালাম দিন ও কুশল বিনিময় করুন।

ii. সালাম বিনিময়ের ছবিটি যথাস্থানে টাঙিয়ে দিন এবং প্রশ্ন করুন –

ক. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে প্রথমে কী বলেন?

খ. একজনের সাথে অপর জনের দেখা হলে কী বলতে হয়?

গ. রাসুল (স) কী বলে সালাম দিতেন?

iii. এবার পাঠ শিরোনাম 'সালাম ও সালামের জবাব দেওয়া' বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের সরবে বলতে বলুন 'সালাম ও সালামের জবাব দেওয়া'। এবার ছবিটি দৃষ্টির আড়ালে রাখুন। তারপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করুন।

ক. সালাম অর্থ কী?

খ. সালাম কাকে বলে?

গ. রাসুল (স) কী বলে সালাম দিতেন?

ঘ. ' আস্‌সালামু আলাইকুম ' অর্থ কী?

ঙ. কেউ সালাম দিলে সালামের জবাবে কী বলতে হয়?

চ. কাদের সালাম দিতে হয়?

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীদের 'ক' ও 'খ' দলে বিভক্ত করুন। 'ক' দলকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম ' বলে সালাম দিতে বলুন। এখন 'খ' দলটিকে সালামের জবাবে 'ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম' বলতে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করান।

মূল্যায়ন: প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান অলাদাভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

i. প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

১. সালাম দেয়া কী?

ক. সুন্নত　　গ. ওয়াজিব

খ. ফরজ　　ঘ. মুস্তাহাব

২. কেউ সালাম দিলে তোমরা কী করবে?

ক. হাতে ইশারা করব　　গ. চুপ থাকব

খ. মাথা নাড়ব　　ঘ. 'ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম' বলব

ii. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

ক. একজনের সাথে অপর জনের দেখা হলে ..... দিতে হয়।

খ. আমাদের রাসুল (স) পরিচিত–অপরিচিত, ছোট–বড় সবাইকে ....দিতেন।

গ. রাসুল (স) সালাম দেয়া খুব .....করতেন।

ঘ. সালামের জবাবে বলতে হয় '.....' ।

ঙ. সালাম দেয়া এবং সালামের জবাব দেয়া ..... ।

iii. **চার্টটি বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন :**

ক একজনের সাথে অপর জনের দেখা হলে	শান্তি।
খ সালাম অর্থ	আমরা সালাম দেব।
গ 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলাকে	সালাম দিতে হয়
ঘ পরিচিত–অপরিচিত, ছোট–বড় সবাইকে	'ওয়া আলাইকুমুস্‌ সালাম'।
ঙ সালামের জবাবে বলতে হয়	সালাম বলে।

iv. **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন :**

ক. একজনের সাথে অপর জনের দেখা হলে কী বলতে হয় ?

খ. আমরা কাদের সালাম দেব?

গ. কেউ সালাম দিলে সালামের জবাবে কী বলতে হয়?

চতুর্থ অধ্যায়

কুরআন মজিদ সহীহ করে তিলাওয়াত

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

ক. কালিমা তায়্যিবা মুখস্থ করা।

খ. সূরা আল–ফাতিহা মুখস্থ করা।

শিখনফল :

ক. কালিমা তায়্যিবা মুখস্থ বলতে পারবে।

খ. সূরা আল–ফাতিহা মুখস্থ বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়টি ৩টি পাঠে বিভক্ত।

পাঠ – ১

কলেমা তায়্যিবা

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা কালিমা তায়্যিবা মুখস্থ বলতে পারবে:

ক. কালিমা তায়্যিবা–এর সহজ অর্থ বলতে পারবে।

খ. কালিমা তায়্যিবা ইমানের মূল বিষয় তা বলতে পারবে।

গ. কালিমা তায়্যিবা–এর গুরুত্ব বলতে পারবে।

উপকরণ : রঙিন বড় অক্ষরে লেখা 'কালিমা তায়্যিবা'/ফোমে (কর্কশিট)লেখা মডেল/চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, চক বোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

বিষয়বস্তু : কালিমা তায়্যিবা অর্থ পবিত্র কথা। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' এই কথাকে কালিমা তায়্যিবা বলে। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'–এর অর্থ– আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসুল। কালিমা তায়্যিবা মুখে বলে এবং অন্তরে বিশ্বাস করে মুসলমান হতে হয়। কালিমা তায়্যিবা ইমানের মূল বিষয়। কালিমা তায়্যিবা দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ– 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' –অর্থ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। এতে আল্লাহর পরিচয় আছে। আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি

করেছেন। তিনি আমাদের জীবন, মৃত্যু ও রিজিকের মালিক। তিনিই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। আর দ্বিতীয় অংশ– ' মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' –অর্থ মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রসুল। এখানে রাসুল মুহাম্মদ (স) এর পরিচয় আছে। আমরা আল্লাহর ইবাদত কীভাবে করব তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি হযরত মুহাম্মদ (স)–কে রাসুল বানিয়ে পাঠিয়েছেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

i. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

ii. রঙিন বড় অক্ষরে লেখা কালিমা তায়্যিবা/ ফোমে ককশিট লেখা মডেলটি সঠিক স্থানে সাটিয়ে দিন।

iii. তাদের রঙিন লেখাটি ভালোভাবে পড়তে বলুন এবং প্রশ্ন করুন :

ক. কালিমা তায়্যিবা অর্থ কী?

খ. কালিমা তায়্যিবা কাকে বলে?

গ. ইমানের মূল বিষয় কী?

iv. এবার পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন ' কালিমা তায়্যিবা' এবং শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন 'কালিমা তায়্যিবা'। অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের শেখাবেন।

ক. কালিমা তায়্যিবা কাকে বলে?

খ. কালিমা তায়্যিবা এর অর্থ বল।

গ. ইমানের মূল বিষয় কী?

ঘ. ইবাদত পাওয়ার যোগ্য কে?

ঙ. আল্লাহ মুহাম্মদ (স) কে রাসুল বানিয়ে পাঠিয়েছেন কেন?

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে প্রতিটি দলে দলনেতা ঠিক করুন। ' লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ' বাক্যটি প্রতিটি দলনেতাকে উচ্চ স্বরে বলতে এবং অন্যদের দলনেতাকে তা অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে বলতে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে মুখস্থ করাবেন।

মূল্যায়ন : প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথক ভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

i.প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

১. আমরা কার ইবাদত করব ?

ক. আল্লাহর　　খ. মা–বাবার

গ. রাসুলের　　ঘ. পীরের

২. কালিমা তায়্যিবার কয়টি অংশ আছে?

ক. ১টি অংশ খ. ৩টি অংশ

গ. ২টি অংশ ঘ. ৪টি অংশ

ii. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন–

ক. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' এই কথাকে.....বলে।

খ. কালিমা মুখে বলে এবং অন্তরে বিশ্বাস করে .... হতে হয়।

গ. কালিমা তায়্যিবা ইমানের....বিষয়।

ঘ. আমরা আল্লাহর ....কীভাবে করব তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ মুহাম্মদ (স)–কে....বানিয়ে পাঠিয়েছেন।

iii. চার্টটি বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন:

ক. কালিমা তায়্যিবা অর্থ	মুসলমান হতে হয়।
খ. কালিমা তায়্যিবা ইমানের	সৃষ্টি করেছেন।
গ. এ কালিমা মুখে বলে এবং অন্তরে বিশ্বাস করে	পবিত্র কথা।
ঘ. আল্লাহ সবকিছু	মূল বিষয়।

iv.নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

ক. কালিমা তায়্যিবা কাকে বলে?

খ. কালিমা তায়্যিবা–এর সহজ অর্থ বল।

গ. ইমানের মূল বিষয় কী?

ঘ. আমাদের ইবাদত পাওয়ার যোগ্য কে?

পাঠ – ২
সূরা আল–ফাতিহা

শিখনফল: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা

ক. আল ফাতিহা কুরআন মজিদের প্রথম সূরা তা বলতে পারবে।

খ. সূরা আল–ফাতিহার গুরুত্ব বলতে পারবে।

গ. সূরা – ফাতিহা পড়ার আগে কী কী পড়তে হয় তা বলতে পারবে।

ঘ. সূরা আল–ফাতিহার আয়াত সংখ্যা বলতে পারবে।

উপকরণ: রঙিন বড় অক্ষরে লেখা সূরা–আল ফাতিহা/ফোমে (ককশিট)লেখা মডেল। রঙিন অক্ষরে লেখা আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বোয়ানির্ রাজীম এবং বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

বিষয়বস্তু : কুরআন মজিদের প্রথম সূরার নাম 'আল–ফাতিহা' । আল–ফাতিহা অর্থ শুরু, আরম্ভ। আল-কুরআন এ সূরা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, তাই এ সূরাকে আল–ফাতিহা বলা হয়। সূরা ফাতিহার আয়াত সাতটি। নামাযের প্রত্যেক রাকআতে সূরা আল–ফাতিহা পড়তে হয়। সূরা ফাতিহা পড়ার আগে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বোয়ানির্ রাজীম' এবং 'বিসমিল্লাহির্ রাহমানির্ রাহীম' পড়তে হয়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

i. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

ii. রঙ্গিন অক্ষরে লেখা সূরা আল–ফাতিহা/ফোমে(ককশিট) লেখা মডেলটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।

iii. তাদের লেখাটি ভালোভাবে দেখতে বলুন এবং প্রশ্ন করুন –

ক. কুরআন মজিদের প্রথম সুরার নাম কী?

খ. নামাযের প্রত্যেক রাকআতে কোন সূরা পড়তে হয়?

iv. এবার পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন 'সূরা আল–ফাতিহা' এবং শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন ' সূরা আল–ফাতিহা '। অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু শিশুদের সামনে উপস্থাপন করুন।

ক. কুরআন মজিদের প্রথম সূরার নাম কী?

খ. আল–ফাতিহা অর্থ কী?

গ. সূরা ফাতিহার আয়াত সংখ্যা কত?

ঘ. নামাজের প্রত্যেক রাকাআতে কোন সূরা পড়তে হয় ?

ঙ. সূরা ফাতিহা পড়ার আগে কী কী পড়তে হয়?

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে প্রতিটি দলে একজন দলনেতা ঠিক করুন।' আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বোয়ানির্ রাজীম ' এবং ' বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বাক্য প্রত্যেক দলনেতাকে উচ্চ স্বরে বলতে এবং অন্যদের দলনেতাকে অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে বলতে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে মুখস্থ করাবেন।

মূল্যায়ন : প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন মান পৃথকভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

i. প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

১. কুরআন মজিদের প্রথম সূরার নাম কী?

ক. বাকারা গ. ইখলাস

খ. আল–ফতিহা ঘ. ইয়াসিন

২. নামাজের প্রত্যেক রাকাআতে কোন সূরা পড়তে হয়?

ক. ইখলাস গ. যে কোনো সূরা

খ. ইয়াসিন ঘ. আল–ফতিহা

ii. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

ক. কুরআন মজিদের প্রথম সূরার নাম ....।

খ. আল–ফাতিহা অর্থ– ....। নামাযের প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ....পড়তে হয়।

গ. কুরআন পড়ার আগে....এবং .... পড়তে হয়।

ঘ. সূরা ফাতিহা পড়া শেষ হলে ....বলতে হয়।

iii. চার্টটি বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন :

ক. কুরআন মজিদের প্রথম সূরার নাম	সূরা আল–ফাতিহা পড়তে হয়।
খ. আল–ফাতিহা অর্থ–	আল–ফাতিহা।
গ. নামাযের প্রত্যেক রাকাতে	শুরু, আরম্ভ।

iv. **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –**

ক. কুরআন মজিদের প্রথম সূরার নাম কী?

খ. আল–ফাতিহা অর্থ কী?

গ. নামাযের প্রত্যেক রাকাআতে কোন সূরা পড়তে হয়?

ঘ. সূরা আল–ফাতিহা পড়ার আগে কী কী পড়তে হয়?

পাঠ – ৩

সূরা আল–ফাতিহা

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা সূরা আল-ফাতিহার প্রথম ২ আয়াত মুখস্থ ও শুদ্ধ উচ্চারণে বলতে পারবে।

উপকরণ: রঙিন বড় অক্ষরে লেখা সূরা-আল ফাতিহার প্রথম ২ আয়াত/ফোমে/ককশিটে লেখা মডেল/ চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

বিষয়বস্তু : আমাদের কুরআন মজিদের প্রথম সূরার নাম 'আল–ফাতিহা'। এ সূরায় মোট ৭টি আয়াত আছে। সূরা–আল ফাতিহার প্রথম ২টি আয়াত হচ্ছে:

১. আল–হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন
২. আর্ রাহমানির্ রাহীম

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

i. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

ii. রঙিন বড় অক্ষরে লেখা সূরা আল–ফাতিহা /ফোমে/ ককশিটে লেখা মডেলটি যথাস্থানে সাঁটিয়ে দিন। তাদের লেখাটি ভালোভাবে দেখতে বলুন এবং প্রশ্ন করুন–

ক. সূরা ফাতিহায় মোট কয়টি আয়াত আছে?
খ. প্রথম আয়াতটি মুখস্থ বল।
খ. দ্বিতীয় আয়াতটি মুখস্থ বল।

iii. এবার পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন ' সূরা আল-ফাতিহা 'এবং শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন ' সূরা আল-ফাতিহা '। এখন প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করুন–

ক. সূরা ফাতিহায় মোট কয়টি আয়াত আছে?
খ. প্রথম আয়াতটি মুখস্থ বল।
গ. দ্বিতীয় আয়াতটি মুখস্থ বল।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীদের ৪/৫টি দলে ভাগ করুন এবং প্রতিটি দলে একজন দলনেতা ঠিক করুন। সূরা ফাতিহার প্রথম ২ আয়াত প্রথমে আপনি নিজে শুদ্ধ করে উচ্চ স্বরে একবার তিলাওয়াত করুন এবং শিক্ষার্থীদের আপনার উচ্চারণ অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে

পড়তে বলুন। পরে প্রত্যেক দলনেতাকে উচ্চ স্বরে পড়তে এবং অন্যদের তা অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে পড়তে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে আয়াত ২টি মুখস্থ করাবেন।

মূল্যায়ন: প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন

i. প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

১. সূরা ফাতিহায় মোট কয়টি আয়াত আছে?

ক. ৩টি খ. ৫টি
গ. ৭টি ঘ. ৯টি।

ii. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

১. আল–হামদু লিল্লাহি রাব্বিল .....

২. আর রাহমানির্ .....

iii. চার্টটি বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন-

ক. কুরআন মজিদের প্রথম	রাব্বিল আলামীন।
খ. আল–হামদু লিল্লাহি	রাহীম
গ. আর রাহ মানির্	সূরার নাম 'আল-ফাতিহা'।

iv. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন-

ক. সূরা ফাতিহায় মোট কয়টি আয়াত আছে?

খ. প্রথম আয়াতটি মুখস্থ বল।

গ. দ্বিতীয় আয়াতটি মুখস্থ বল।

পাঠ – ৪

সূরা আল–ফাতিহা

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

ক. সুরা আল–ফাতিহার মধ্য ৩ আয়াত মুখস্থ ও শুদ্ধ উচ্চারণে বলতে পারবে।

উপকরণ: রঙিন অক্ষরে লেখা সূরা–আল ফাতিহার মধ্য ৩ আয়াত/ফোমে/ককশিটে লেখা মডেল, রেকর্ডার/চক/ মার্কার পেন, ডাস্টার, চক বোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

বিষয়বস্তু : কুরআন মজিদের প্রথম সূরার নাম ' আল–ফাতিহা '। এ সূরায় মোট ৭টি আয়াত আছে। সূরা–আল ফাতিহার মধ্য ৩ আয়াত হচ্ছে –

৩. মালিকি ইয়াওমিদ্দীন
৪. ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তায়ীন
৫. ইহ্‌দিনাস্ সিরাত্বোয়াল্ মুস্তাকীম

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

i. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।
ii. রঙিন লেখা আল–ফাতিহার মধ্য ৩ আয়াত/ ফোমে/ ককশিটে লেখা মডেলটি যথাস্থানে রাখুন।
iii. তাদের লেখাটি ভালোভাবে দেখতে বলুন এবং প্রশ্ন করুন –
    ক. ৩য় আয়াতটি মুখস্থ বল।
    খ. ৪র্থ আয়াতটি মুখস্থ বল।
    গ. ৫ম আয়াতটি মুখস্থবল।
iv. এবার পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন ' সূরা আল–ফাতিহা 'এবং শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন 'সূরা আল–ফাতিহা '। এখন সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু শিশুদের সামনে উপস্থাপন করুন–
    ক. ৩য় আয়াতটি মুখস্থবল।
    খ. ৪র্থ আয়াতটি মুখস্থ বল।
    গ. ৫ম আয়াতটি মুখস্থ বল।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে প্রতিটি দলে একজন দলনেতা ঠিক করুন। সূরা ফাতিহার মধ্য ৩ আয়াত প্রথমে আপনি নিজে শুদ্ধ উচ্চারণে একবার তিলাওয়াত করুন এবং শিক্ষার্থীদের আপনার সাথে শুদ্ধ উচ্চারণ অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে পড়তে বলুন। পরে প্রত্যেক দলনেতাকে উচ্চ স্বরে পড়তে এবং অন্য সবাই দলগতভাবে নেতাকে অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে পড়তে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে আয়াত ৩টি মুখস্থ করাবেন।

মূল্যায়ন: প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

i. প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

১. সূরা আল–ফাতিহার মোট আয়াত কতটি?

ক. ৫টি　　খ. ৭টি
গ. ৩টি　　ঘ. ৯টি

ii. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

৩. মালিকি .....।
৪. ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা .....।
৫. ইহদিনাস্ সিরাত্বোয়াল্ .....।

iii. চার্টটি বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন :

ক. মালিকি	ইয়্যাকা নাস্তায়ীন।
খ. ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া	মুস্তাকিম।
গ. ইহদিনাস্ সিরাতোয়াল	ইয়াওমিদ্দীন।

iv. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

ক. ৪র্থ আয়াতটি মুখস্থ বল।
খ. ৫ম আয়াতটি মুখস্থ বল।
গ. ৩য় আয়াতটি মুখস্থ বল।

পাঠ – ৫

সূরা আল–ফাতিহা

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা

ক. সূরা আল-ফাতিহার শেষ ২ আয়াত মুখস্থ বলতে পারবে।

খ. সূরা আল ফাতিহা পাঠ শেষে কী বলতে হয় তা বলতে পারবে।

উপকরণ: রঙিন অক্ষরে লেখা সূরা–আল ফাতিহার শেষ ২ আয়াত ফোমে/ককশিটে লেখা মডেল, রেকর্ডার, চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, চক/হোয়াইট বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

বিষয়বস্তু : কুরআন মজিদের প্রথম সূরার নাম 'আল–ফাতিহা'। সূরা আল–ফাতিহা তিলাওয়াত শেষে আমীন বলতে হয়। সূরা আল–ফাতিহার শেষ ২টি আয়াত হচ্ছে –

৬. সিরাত্বোয়াল্ লাযীনা আন্ আম্‌তা আলাইহিম্

৭. গাইরিল্ মাগ্‌দু বি আলাইহিম্ ওয়ালাদ্ দোয়াল্লীন্–

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

i. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

ii. রঙিন বড় অক্ষরে লেখা সূরা আল–ফাতিহার শেষ ২ আয়াত ফোমে/ককশিটে লেখা মডেলটি যথাস্থানে সাটিয়ে দিন।

iii. তাদের লেখাটি ভালোভাবে দেখতে বলুন এবং প্রশ্ন করুন :

ক. ৬ষ্ঠ আয়াতটি মুখস্থ বল।

খ. ৭ম আয়াতটি মুখস্থ বল।

গ. আল–ফাতিহা তিলাওয়াত শেষে কী বলতে হয়?

iv. এবার পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন 'সূরা আল–ফাতিহা' এবং শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন 'সূরা আল–ফাতিহা'। এখন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ উপস্থাপন করুন–

ক. ৬ষ্ঠ আয়াতটি মুখস্থ বল।

খ. ৭ম আয়াতটি মুখস্থ বল।

গ. সূরা আল–ফাতিহা তিলাওয়াত শেষে কী বলতে হয়?

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে প্রতিটি দলে একজন দলনেতা ঠিক

করুন। সূরা আল-ফাতিহার **শেষ ২** আয়াত প্রথমে আপনি নিজে শুদ্ধ উচ্চারণে একবার তিলাওয়াত করুন এবং শিক্ষার্থীদের আপনার সাথে শুদ্ধ উচ্চারণে অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে পড়তে বলুন। পরে প্রত্যেক দলনেতাকে উচ্চ স্বরে পড়তে এবং অন্য সবাই দলগতভাবে নেতাকে অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে পড়তে বলুন।

মূল্যায়ন: প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

i. প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

১. সূরা আল–ফাতিহা তিলাওয়াত শেষে কী বলতে হয়?

ক. আল্‌হামদুলিল্লাহ খ. জাযাকাল্লাহ

গ. মাশা আল্লাহ ঘ. আমীন।

ii. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

৬. সিরাত্বোয়াল্ লাযীনা আন্ আম্‌তা.....।

৭. গাইরিল মাগ্‌দু বি আলাইহিম্ ওয়ালাদ্ .....।

iii. চার্টটি বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন :

ক. সিরাত্বোয়াল লাযীনা আন আমতা	ওয়ালাদ্ দোয়াল্লীন।
খ. গাইরিল মাগদু বি আলাইহিম	আলাইহিম।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন–

ক. ৬ষ্ঠ আয়াতটি মুখস্থ বল।

খ. ৭ম আয়াতটি মুখস্থ বল।

পঞ্চম অধ্যায়

রাসুলগণের জীবনাদর্শ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

৫.১ মহানবি (স)–সহ পাঁচজন নবির নাম জানা।

৫.২ মহানবি (স)–এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানা।

৫.৩ আদি পিতা হযরত আদম (আ) ও আদি মাতা হাওয়া (আ)-এর সহজ পরিচয় জানা।

শিখনফল :

৫.১ মহানবি (স)–সহ ৫ জন নবি–রাসুলের নাম বলতে পারবে।

৫.২ মহানবি (স)–এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় বলতে পারবে।

৫.৩ আদি পিতা হযরত আদম(আ) ও আদি মাতা হাওয়া (আ)– এর সহজ পরিচয় বলতে পারবে।

৫.৪ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশ্ব–মানবতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধ জাগ্রত হবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়টি ৩টি পাঠে বিভক্ত।

পাঠ – ১

নবি–রাসুলগণের নাম

শিখনফল: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

ক. মহানবি (স)–সহ ৫ জন নবি–রাসুলের নাম বলতে পারবে

খ. নবি–রাসুলের সহজ পরিচয় বলতে পারবে।

গ. নবি–রাসুলকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে।

উপকরণ: রঙিন বড় অক্ষরে লেখা 'নবি–রাসুলের নাম' ফোমে/ ককশিটে লেখা মডেল/ চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

বিষয়বস্তু : মহান আল্লাহ যখন মানুষ তৈরি করতে ইচ্ছা করলেন, তখন প্রথম আদম (আ)–কে সৃষ্টি করলেন। তাঁর স্ত্রী হিসেবে হাওয়া(আ)–কে সৃষ্টি করলেন। তাঁদের অনেক ছেলে মেয়ে ছিল। এই ছেলে মেয়েদের আল্লাহর দীনের দিকে আহ্বান করার জন্য

আল্লাহ তাঁকে প্রথম রাসুল বানালেন। তাঁর কাছে ১০টি সহিফা পাঠালেন। সহিফা মানে ছোট কিতাব। আল্লাহ যাদের কাছে বাণী প্রেরণ করেন ও তাঁর দীন প্রচার করার জন্য মনোনীত করেন, তাঁদের নবি–রাসুল বলে। আল্লাহ মানুষের হেদায়াতের জন্য অনেক নবি–রাসুল পাঠিয়েছেন। সবচেয়ে বড় বন্যা হয়েছিল যে নবির সময়, তাঁর নাম হযরত নূহ (আ)। আগুনে সব জিনিস পুড়ে যায়। একজন নবিকে আগুনে ফেলে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আগুন তাঁকে পোড়ায়নি। তাঁর নাম হযরত ইবরাহীম (আ)। যে নবিকে যবিউল্লাহ বলা হয় তাঁর নাম ইসমাঈল (আ)। হযরত মুহাম্মদ (স)–এর পূর্বে সবচেয়ে সুন্দর মানুষ ছিলেন হযরত ইউসুফ (আ)। যে রাসুল সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন, তাঁর নাম হযরত মূসা (আ)। জিন–ইনসান, পশু–পাখি, কীট–পতঙ্গের বাদশাহ ছিলেন হযরত সুলায়মান (আ)। জন্মের পরেই কথা বলেছেন যে নবি, তাঁর নাম হযরত ঈসা (আ)। আমাদের রাসুলের নাম হযরত মুহম্মদ (স)। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসুল ছিলেন। তিনি সকল রাসুলগণের সরদার। আমরা সকল নবি রাসুলকে বিশ্বাস, সম্মান ও শ্রদ্ধা করি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

i. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

ii. রঙিন বড় অক্ষরে লেখা নবি রাসুলের নাম/ফোমে/ ককশিটে লেখা মডেল/ রঙিন লেখাটি যথাস্থানে সাঁটিয়ে দিন। তাদের রঙিন লেখাটি ভালোভাবে পড়তে বলুন এবং প্রশ্ন করুন–

   ক. নবি–রাসুল কাকে বলে?

   খ. আমাদের রাসুল (স)- এর নাম কী?

iii. এবার পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন 'নবি–রাসুলের নাম' এবং শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন 'নবি–রাসুলের নাম'।

iv. অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু শিশুদের শেখাবেন।

   ক. নবি–রাসুল কাকে বলে?

   খ. আমাদের রাসুল (স)– এর নাম কী?

   গ. একজন নবিকে আগুন পোড়ায়নি তাঁর নাম কী?

   ঘ. জন্মের পরেই কথা বলেছেন যে নবি তার নাম কী?

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করুন এবং প্রতিটি দলে একজন দলনেতা ঠিক করুন। প্রত্যেক দলনেতাকে উচ্চ স্বরে পাঁচজন নবি–রাসুলের নাম বলতে এবং অন্য সবাই দলগতভাবে দলনেতাকে অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে বলতে বলুন।

এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে পাঁচজন নবি–রাসুলের নাম মুখস্থ করাবেন।

মূল্যায়ন: প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

i. প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

১. আমাদের রাসুল (স) – এর নাম কী?

ক. মূসা (আ) খ. মুহাম্মদ(স)
গ. আদম (আ) ঘ. নূহ (আ)

২. প্রথম রাসুলের নাম কী?

ক. মূসা (আ) খ. নূহ (আ)
গ. মুহাম্মদ(স) ঘ. আদম (আ)

ii. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

ক. সবচেয়ে বড় বন্যা হয়েছিল যে নবির সময় তাঁর নাম ....(আ)।
খ. একজন নবিকে আগুন পোড়ায়নি , তার নাম....(আ)।
গ. হযরত মুহাম্মদ (স)–এর পূর্বে সবচেয়ে সুন্দর মানুষ ছিলেন.... (আ)।
ঘ. যে রাসুল সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন তাঁর নাম....(আ)।
ঙ. আমাদের রাসুলের নাম....(স)।

iii. চার্টটি বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন :

ক. তাঁর কাছে সহিফা–ছোট ছোট কিতাব	সময় তাঁর নাম হযরত নূহ (আ)।
খ. সবচেয়ে বড় বন্যা হয়েছিল যে নবির	হযরত মুহম্মদ (স)।
গ. আমাদের রাসুলের নাম	পাঠালেন।

iv. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন:

ক. প্রথম রাসুল কে?
খ. সর্বশেষ রাসুল কে?
গ. আমাদের রাসুলের নাম কী?

পাঠ – ২

মহানবি (স) এর পরিচয়

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা মহানবি (স)–এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় বলতে পারবে :

ক. মহানবি (স)–এর নাম বলতে পারবে।

খ. মহানবি (স)–এর মাতা–পিতার নাম বলতে পারবে।

গ. রাসুল (স) এর জন্মস্থান ও জন্ম সাল বলতে পারবে।

ঘ. সর্বশেষ রাসুল কে তা বলতে পারবে।

ঙ. উম্মতে মুহাম্মদীর পরিচয় দিতে পারবে।

উপকরণ : রঙিন বড় অক্ষরে লেখা মহানবি (স)–এর পরিচয়/ফোমে/ককশিটে লেখা মডেল। চক/মার্কার পেন,ডাস্টার, চক বোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

বিষয়বস্তু : আমাদের রাসুলের নাম হযরত মুহাম্মদ (স)। তিনি দুনিয়ার সকল মানুষের রসুল–তাই তিনি বিশ্ব–রাসুল। তাঁর পর আর কোনো রাসুল আসবে না। তাই তিনি সর্বশেষ রাসুল। তিনি মক্কা নগরীতে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ। আর মাতার নাম আমিনা। দাদার নাম আব্দুল মুত্তালিব। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা জিবরাইল (আ)–এর মাধ্যমে তাঁর ওপর কুরআন নাজিল করেন। তিনি কুরআনের নির্দেশমতো মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়। তাঁর অনুসারী সাথীদের সাহাবি বলা হয়। তাঁর অনুসারীদের উম্মতে মুহাম্মদী বলা হয়। আমরাও উম্মতে মুহাম্মদী। মদিনা শরিফে তাঁর কবর বা রওজা শরিফ রয়েছে। মসজিদে নববির পাশেই রওজা শরিফ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

i. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

ii. রঙিন বড় অক্ষরে লেখা মহানবি (স)–এর পরিচয় ফোমে/ককশিটে লেখা মডেলটি যথাস্থানে সাঁটিয়ে দিন।

iii. তাদের রঙিন লেখাটি পড়তে বলুন এবং প্রশ্ন করুন –

ক. আমাদের রাসুল (স)– এর নাম কী?

খ. মহানবি (স)–কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

iv. এবার পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন 'মহানবি (স)–এর পরিচয়' এবং শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন 'মহানবি (স)–এর পরিচয়'। অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের

মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের শেখাবেন।

ক. আমাদের রাসুল(স)– এর নাম কী?
খ. হযরত মুহাম্মদ(স)–কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন?
গ. হযরত মুহাম্মদ(স)–এর পিতার নাম কী?
ঘ. হযরত মুহাম্মদ(স)–এর মাতার নাম কী?
ঙ. পবিত্র কুরআন কার ওপর নাজিল হয়?
চ. হযরত মুহাম্মদ(স)–এর অনুসারীদের কী বলা হয়?
ছ. হযরত মুহাম্মদ(স)–এর অনুসারী সাথীদের কী বলা হয়?

পরিকল্পিত কাজ: 'মহানবি (স)–এর পরিচয়' প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে দলনেতার সাথে অন্যরা সরবে বলবে।

মূল্যায়ন: প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

i. প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

১. আমাদের রাসুল(স) এর নাম কী?

ক. মূসা (আ) খ. আদম (আ)
গ. মুহাম্মদ(স) ঘ. নূহ (আ)

২. সর্বশেষ রাসুলের নাম কী?

ক. আদম (আ) খ. মুহাম্মদ(স)
গ. নূহ (আ) ঘ. মূসা (আ)

ii. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

ক. আমাদের রাসুলের নাম ...(স)।
খ. তিনি দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য ...–তাই তিনি ....।
গ. তিনি .... রাসুল। তিনি....নগরীতে....খ্রিষ্টাব্দে কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।
ঘ. তাঁর পিতার নাম ...।
ঙ. আর মাতার নাম ....।
চ. আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা .... (আ) এর মাধ্যমে তাঁর ওপর .... নাজিল করেন।
ছ. তিনি মানুষকে .... দিকে আহ্বান করেন।

iii. চার্টটি বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন :

ক. আমাদের রাসুলের নাম	রাসুল–তাই তিনি বিশ্ব–রাসুল।
খ. তিনি দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য	কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।
গ. তিনি মক্কা নগরীতে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে	উম্মতে মুহাম্মদী বলা হয়।
ঘ. তাঁর পিতার নাম	হযরত মুহাম্মদ (স)।
ঙ. তাঁর অনুসারীদের	আব্দুল্লাহ।

iv. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন :

ক. আমাদের রাসুলের নাম কী?
খ. হযরত মুহাম্মদ(স) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
গ. হযরত মুহাম্মদ(স)–এর পিতার নাম কী?
ঘ. হযরত মুহাম্মদ(স)–এর মাতার নাম কী?

পাঠ – ৩

হযরত আদম (আ) ও হযরত হাওয়া (আ)-এর পরিচয়

শিখনফল: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা:

ক. হযরত আদম (আ) ও হযরত হাওয়া (আ) এর পরিচয় বলতে পারবে :
খ. সব মানুষের আদি পিতা হযরত আদম (আ) তা বলতে পারবে ।
গ. সব মানুষের আদি মাতা হযরত হাওয়া (আ) তা বলতে পারবে ।
ঘ. প্রথম রাসুল হযরত আদম (আ) তা বলতে পারবে ।
ঙ. আদম (আ) কে আল্লাহ মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা বলতে পারবে।
চ. শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশ্ব–মানবতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধ জাগ্রত হবে।

উপকরণ: রঙিন বড় অক্ষরে লেখা 'আদম(আ) ও হাওয়া (আ)'/ফোমে/ককশিটে লেখা মডেল/চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, চক বোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

বিষয়বস্তু : হযরত আদম (আ)–কে আল্লাহ মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। পরে হযরত আদম (আ)–এর সাথী হিসেবে হযরত হাওয়া (আ)–কে সৃষ্টি করলেন। আল্লাহ তাঁদের বেহেশতে থাকতে বললেন। তাঁরা দুজনে বেহেশতে পরম সুখে বসবাস করলেন। আল্লাহ

তাঁদের একটি গাছের কাছে যেতে নিষেধ করলেন। একদিন শয়তানের ধোঁকায় পড়ে তাঁরা ভুল করে সেই গাছের ফল খেয়ে ফেলেন। এ ভুলের জন্য আল্লাহ তাঁদের বেহেশত থেকে দুনিয়ায় নামিয়ে দিলেন। এ ভুলের জন্য তাঁরা অনেক দিন কান্নাকাটি করলেন। ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন। আল্লাহ তাঁদের মাফ করে দিলেন। তাঁরা দুনিয়াতে অনেক দিন বসবাস করলেন। তাঁদের অনেক ছেলে মেয়ে হলো। আমরাও তাঁদের বংশধর ছেলেমেয়ে। দুনিয়ার সকল মানুষ আদম (আ) ও হাওয়া (আ) এর সন্তান। তাই সকল মানুষ ভাই ভাই। এভাবে সকল মানুষের আদি পিতা আদম (আ)। আর সব মানুষের আদি মাতা হাওয়া (আ)। মানুষের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ আদম (আ)–কে প্রথম নবি ও রাসুল বানালেন। তিনি মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিলেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

i. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

ii. রঙিন বড় অক্ষরে লেখা আদম ও হাওয়া (আ) ফোমে/ ককশিটে লেখা মডেলটি যথাস্থানে সাঁটিয়ে দিন।

iii. তাদের রঙিন লেখাটি ভালোভাবে পড়তে বলুন এবং প্রশ্ন করুন ঃ

ক. সব মানুষের আদি পিতা কে?

খ. সব মানুষের আদি মাতা কে?

iv. এবার পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন 'আদম (আ) ও হাওয়া (আ)' এবং শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন 'আদম (আ) ও হাওয়া (আ)'। অতঃপ সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করুন।

ক. আদম (আ) – কে সৃষ্টি করেছেন কে?

খ. আদম (আ) কোথায় ছিলেন?

গ. সকল মানুষের আদি পিতা কে?

ঘ. সব মানুষের আদি মাতা কে?

ঙ. দুনিয়ার সব মানুষ কার সন্তান?

চ. প্রথম রাসুলের নাম কী?

পরিকল্পিত কাজ : প্রথম রাসুলের নাম প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে দলনেতার সাথে অন্যরা সরবে বলবে এবং অনুশীলনের মাধ্যমে মুখস্থ করবে।

মূল্যায়ন: প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথক ভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা করবেন।

i. প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

১. সব মানুষের আদি পিতা কে?

ক. মুহাম্মদ(স) খ. মূসা (আ)

গ. আদম (আ) ঘ. নূহ (আ) ।

২. প্রথম রাসুলের নাম কী?

ক. আদম (আ) খ. নূহ (আ)

গ. মুহাম্মদ(স) ঘ. মূসা (আ)

ii. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন–

ক. আদম (আ) কে আল্লাহ ... সৃষ্টি করেছেন।

খ. আদম (আ) এর সাথী হিসেবে ... (আ)–কে সৃষ্টি করলেন।

গ. আল্লাহ তাদের ..... থাকতে বললেন। আমরাও তাঁদের .....।

ঘ. দুনিয়ার সকল মানুষ আদম (আ) ও হাওয়া (আ)– এর ...।

ঙ. সকল মানুষের আদি পিতা ... (আ)।

চ. আর সব মানুষের আদি মাতা ....(আ)।

ছ. মানুষের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ আদম (আ)–কে প্রথম.... বানালেন।

iii. চার্টটি বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন–

ক. আদম (আ)–কে আল্লাহ মাটি দিয়ে	হাওয়া (আ) এর সন্তান।
খ. দুনিয়ার সকল মানুষ আদম (আ) ও	হাওয়া (আ)।
গ. সব মানুষের আদি পিতা	সৃষ্টি করেছেন।
ঘ. আর সব মানুষের আদি মাতা	আদম (আ)।

iv. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন :

ক. সব মানুষের আদি পিতা কে?

খ. সব মানুষের আদি মাতা কে?

গ. দুনিয়ার সব মানুষ কার সন্তান?

ঘ. প্রথম রাসুলের নাম কী?

সমাপ্ত